www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9038640030
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

১৯৬৬–২০১৬

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫০ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা, ৩ আষাঢ় – ৯ আষাঢ়, ১৪২৩ ঃ ১৮ জুন – ২৪ জুন, ২০১৬

Kolkata : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 34, 18 June - 24 June, 2016 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

আন্তর্জাতিক কূটনীতি ও ভারত

চারের পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : সমাজসেবায় নিয়োজিত প্রাণ কলকাতার মেয়ে

জুডিথ ডিসুজাকে কাবুলের রাস্তা থেকে অপহরণ করে অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীরা। কেন্দ্র–রাজ্য দুই সরকার উদ্ধারে তৎপর হলেও এখনও ফিরে আসেনি জুডিথ।

রবিবার : অলিম্পিকে খেলার ছাড়পত্র পেয়ে গেল কলকাতা তথা

রাজ্যের গর্ব লিয়েন্ডার পেজ। এই নিয়ে টানা সাতবার অলিম্পিকে খেলার অনন্য নজির গড়ল লিয়েন্ডার।

সোমবার : সারা দেশ উত্তাল

হওয়ার পর শেষ পর্যন্ত আদালত ও সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র পেল 'উড়তা পঞ্জাব'।

মঙ্গলবার : জম্মু–কাশ্মীর কি ফের অশান্ত হচ্ছে? জাতীয় সড়কে

একটি বাস আটকালে বাসের ভিতর থেকে জওয়ানদের উপর গুলি চালাতে শুরু করে জঙ্গিরা। এক জঙ্গি খতম হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

বুধবার : অবশেষে কেন্দ্রের তৎপরতায় জিএসটি জট খুলতে

চলেছে। কমিটির চেয়ারম্যান রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রের নেতৃত্বে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সব রাজ্যের অর্থমন্ত্রীদের নিয়ে বৈঠকে তেমনই আশা মিলেছে। উপস্থিত ছিলেন অরুণ জেটলিও।

বৃহস্পতিবার : বিমান যাত্রা সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য

করতে এক ঘন্টার উড়ানে সর্বোচ্চ ভাড়া ২৫০০ টাকায় বেঁধে দিল কেন্দ্র। বিমান পরিষেবায় এ এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত মোদি সরকারের।

শুক্রবার : মোদি–হাসিনার নৌ প্রোটোকল চুক্তিকে ভর করে ভারত বাংলাদেশ নৌ ট্রানজিটের সূচনা

হল। এর ফলে দু দেশের ভিতর দিয়েই নিজেদের মধ্যে নৌ চলাচল করতে পারে।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

তেষ্টায় বুক ফাটছে

মেহেবুব গাজী

বৃষ্টির অভাবে আর গরমের দাপাদাপিতে দিনকে দিন বাড়ছে অকেজো নলকূপের সংখ্যাটা। পাশাপাশি পাইপ লাইনের জলে নোংরা পড়ার সমস্যাটা আরও কয়েকগুণ বেড়েছে। ফলে শহরতলি সহ জেলার বেশ কয়েকটি ব্লক ও পুরসভা এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দেওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে এলাকার বাসিন্দাদের। যদিও সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা সভাধিপতি সামিমা শেখ ফোনে বলেন, 'পিএইচই–র মাধ্যমে এলাকায় এলাকায় নতুন পাইপ লাইন পাতার কাজ চলছে। এই কাজ শেষ হলেই এলাকাগুলোতে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানীয় জল দ্রুত সরবরাহ করা হবে। আপাতত যেখানে পানীয় জলের বেশি সমস্যা দেখছি সঙ্গে সঙ্গে সেখানে হ্যান্ড টিউবওয়েল বসানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'

স্থানীয় সূত্রের খবর, আগে থেকেই এলাকার অধিকাংশ টিউবওয়েল অকেজো হয়ে পড়ে থাকায় পানীয় জলের সমস্যা ছিল দীর্ঘদিনের। গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একে একে হ্যান্ড টিউবওয়েল অকেজো হয়ে পড়ার সংখ্যা আরও বেড়েছে। ফলে পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে পূজালি পুরসভা সহ বজবজ ১ নম্বর, মগরাহাট ২ নম্বর, মথুরাপুর ১ নম্বর, মথুরাপুর ২ নম্বর, বিষ্ণুপুর ১ নম্বর ও ২ নম্বর ব্লকে। বজবজ ১ নম্বর ব্লকের ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পিএইচই দপ্তরের পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ চালু হলেও পর্যাপ্ত পরিমাণে জল না পাওয়ার পাশাপাশি অধিকাংশ সময় জলে নোংরা পড়ায় এলাকার বাসিন্দাদের নির্ভর করতে হচ্ছে সেই হ্যান্ড টিউবওয়েলের ওপর। এই ব্লকের প্রায় ২০০টি টিউবওয়েলের মধ্যে প্রায় ১০০টির বেশি টিউবওয়েল একেবারেই অকেজো। তাই একটি টিউবওয়েলের ওপর এলাকার প্রায় দু'হাজারের বেশি মানুষকে নির্ভর করতে হচ্ছে। ফলে দুর্ভোগের পাশাপাশি ক্ষোভ বেড়েছে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। স্থানীয় বাসিন্দা নির্মল সরকার ও সনৎ দাসেদের অভিযোগ, 'এই এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা আজকের নয়। সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা এলাকার বাসিন্দারা অনেক বিক্ষোভ–আন্দোলন করেছি। বারে বারে ব্লক ও জেলা প্রশাসনকে জানিয়েছি। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। যেই কে সেই।' একই চিত্র একেবারেই পাশে বজবজ ২ নম্বর, বিষ্ণুপুর ১ নম্বর ও ২ নম্বর ব্লকেও। স্থানীয় আমতলার বাসিন্দা গৃহবধূ সর্বাণী আইচ ভৌমিক ও মঞ্জু ঘোষরা বলেন, 'আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জল প্রকল্পের পাইপ লাইন দিয়ে গত কয়েক মাস ধরে ঘোলা জল পড়ছে। বারে বারে প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। ফলে গরম পড়তেই এলাকায় পানীয় জলের আকাল দেখা দিয়েছে। ভোটের আগেই নেতারা এই সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ভোট শেষ হতেই আর তাদের এলাকায় দেখা যাচ্ছে না।'

এরপর সাতের পাতায়

হিন্দু সন্ন্যাসীরাও টার্গেট বাংলাদেশে

কুনাল মালিক

পশ্চিমবঙ্গের লাগোয়া বাংলাদেশে গত তিনমাসে মুক্তমনা লেখক, বিদেশি নাগরিক, হিন্দু পুরোহিত সহ ধর্মীয় সংখ্যালঘু ১২ জনকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। এমন কি জঙ্গি দমনে যুক্ত এক পুলিশ কর্তার স্ত্রীকেও হত্যা করা হয়েছে। গত ১০ জুন পাবনা জেলার হেমায়েতপুরে অনুকূল চন্দ্রের আশ্রমের ''ঋত্বিক'' নিত্যরঞ্জন পান্ডেকে হত্যা করা হয় পৈশাচিকভাবে। তার তিনদিন আগে ঝিনাইদহে খুন হন হিন্দু পুরোহিত আনন্দ গোপাল

নিহত আশ্রমিকের বিধ্বস্ত পরিবার

গঙ্গোপাধ্যায়। বিশ্বের অন্যতম মৌলবাদী আইএস (ইসলামিক স্টেট) জঙ্গি সংগঠন বাংলাদেশে আশ্রমিক হত্যার দায় স্বীকার করেছে। আইএস ঘনিষ্ঠ সংবাদ সংস্থা ''আমক'' আরবি ভাষায় একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়ে খুনের দায় স্বীকার করেছে। এর আগেও একের পর এক প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশে অমুসলমান সকল সম্প্রদায়ের মানুষ আজ আতঙ্কিত। বাংলাদেশের উদারমনা হাসিনা সরকার এই ঘটনার পর বাংলাদেশ জুড়ে পুলিশ অভিযান শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই ৫০০ এর বেশি ব্যক্তিকে জঙ্গি সন্দেহে আটক করা হয়েছে।

এরপর সাতের পাতায়

ফের আন্দোলনে আমানতকারীরা

অরিন্দম রায়চৌধুরী

সম্প্রতি উত্তর চব্বিশ পরগণার বারাসতের কলোনি মোড় সংলগ্ন সুভাষ ইনস্টিটিউটে অল বেঙ্গল চিট ফান্ড ডিপোজিটার্স অ্যান্ড এজেন্ট ফোরাম–এর পক্ষ থেকে জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গত ৮ জুন অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের দিন সংস্থার পক্ষ থেকে বেলা ১১টা নাগাদ সাংবাদিক সম্মেলনেরও আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে ফোরামের উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা সম্পাদক গৌতম কুমার ভদ্র বলেন, 'সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী স্বাধীনতার ৬৭ বছর পরেও আমাদের দেশে বেকারের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ এবং তা ক্রমবর্ধমান। এমনকি যারা বর্তমানে বিভিন্ন অফিস, কল–কারখানার কর্মরত তারাও তাদের কাজ হারানোর আশঙ্কায় ভুগছেন। বিগত প্রায় দু'দশক ধরে দেশ এক চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে চলছে। তার ফলে দেশের সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের জীবনে চরম দুর্দিন নেমে এসেছে। তীব্র বেকারত্বের জ্বালায় জীবিকার সন্ধানে লক্ষ লক্ষ বেকার, অর্ধ বেকার মানুষ চিটফান্ড কোম্পানিগুলিতে সামান্য কমিশনের ভিত্তিতে এজেন্টের কাজ করেছেন। আমানতকারীদের টাকা কোম্পানিতে জমা দিয়ে তার উপযুক্ত রসিদ ও সার্টিফিকেট দিয়েছেন। এইভাবে এজেন্টদের মাধ্যমে সারা দেশে প্রায় ১১৮১টি কোম্পানি প্রায় তিন লক্ষ কোটি টাকা দেশবাসীর কাছ থেকে সংগ্রহ করেছে। কিন্তু কোনও এক রহস্যজনক কারণে এইসব কোম্পানির মালিকরা ২০১২ সাল থেকে বেপাত্তা হতে লাগল তাদের অফিসগুলি বন্ধ করে দিয়ে। সারা দেশে মাত্র গুটি কয়েক কোম্পানির মালিক গ্রেফতার হয়েছে। কিন্তু আমানতকারী ও এজেন্টদের টাকা কিভাবে ফেরত পাওয়া যাবে তা জানানো হয়নি। যা আমানতকারী ও এজেন্টদের জীবন মরণের প্রশ্ন।' গৌতমবাবু জানালেন, এই সংগঠনের জন্ম ২০১৪ সালে।

এরপর সাতের পাতায়

আরও নৌকাডুবির শঙ্কায় সুন্দরবন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাকদ্বীপ: সুন্দরবনের এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপ যেতে গেলে নদিপথে বাসিন্দাদের একমাত্র ভরসা যন্ত্রচালিত নৌকা বা ভুটভুটি। অভিযোগ, সেক্ষেত্রে ভুটভুটিতে অতিরিক্ত যাত্রীর পাশাপাশি পণ্য পরিবহনের ফলে প্রায়শই দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হচ্ছে সুন্দরবনের কাকদ্বীপ, সাগর, নামখানা ও পাথরপ্রতিমা এলাকার বাসিন্দাদের। তারপরও নদীপথে অতিরিক্ত যাত্রীদের সঙ্গে পণ্য পরিবহন ঠেকাতে ব্যর্থ পুলিশ–প্রশাসন। এমনকি নদীপথে পারাপারকারী যাত্রীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি দুর্ঘটনার কবলে পড়লে দ্রুত উদ্ধারের কোনও ব্যবস্থা নেই বলে অভিযোগ। ফলে ক্ষোভ বাড়ছে সুন্দরবনের দ্বীপাঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে। তবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের এক কর্তা জানান, 'নদীপথে দুর্ঘটনা ঘটলে দ্রুত উদ্ধারকার্যের জন্য স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের হাতে কয়েকটি স্পিড বোট আর লঞ্চ ছাড়া কিছুই নেই। অধিকাংশ সময় মৎস্যজীবীদের ওপর ভরসা করতে হয়। তা না হলে স্থানীয় পুলিশ–প্রশাসনের আবেদন অনুযায়ী কলকাতা থেকে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের দল আসে। তাতেও না হলে সবশেষে উপকূল রক্ষী বাহিনী ও নৌবাহিনীর প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের উদ্ধারকার্যের জন্য ডেকে পাঠায় রাজ্য সরকার। কিন্তু ফেরিঘাটগুলোতে নজরদারির পরিকাঠামো না থাকার সুযোগে বেশি মুনাফা পেতে ঝুঁকি নিয়ে নৌকা বা ভুটভুটির মাঝিরা অতিরিক্ত যাত্রী পারাপার করে।' তবে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা জানান, 'বিষয়টি আমার নজরে রয়েছে। অতিরিক্ত যাত্রী ও পণ্য পরিবহন বন্ধ করতে বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ফেরিঘাটগুলোতে আরও বেশি করে নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে। নদীপথে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে দ্রুত উদ্ধার কাজ চালানোর জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদেরও সুন্দরবনের বিভিন্ন পঞ্চায়েত ও বিডিও অফিসগুলোতে মোতায়েন রাখার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এমনকি সবসময় সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে সুন্দরবনের কোস্টাল থানার

এভাবেই পারাপার চলছে রোজ। – নিজস্ব চিত্র

প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পুলিশকর্মীদেরকে।' স্থানীয় ও প্রাশাসন সূত্রের খবর, নামখানার বিভিন্ন ঘাট থেকে হাতানিয়া–দোয়ানিয়া নদীতে যন্ত্রচালিত নৌকা ও ভুটভুটিতে করে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ করা হয় মৌসুনি, নারায়ণগঞ্জ ও চেমাগুড়ি এলাকায়। অভিযোগ, ফেরিঘাটে স্থানীয় প্রশাসনের কোনও নজরদারি না থাকায় যাত্রী পরিবহনের নামে একই ভুটভুটিতে যাত্রী তোলার পাশাপাশি পণ্য পরিবহনও চলে। কোনও নৌকা বা ভুটভুটিতে অতিরিক্ত যাত্রী তোলা হয় বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দা তথা নিত্য যাত্রী শুকদেব মাইতি ক্ষোভের সঙ্গে জানান, 'টেন্ডারের মাধ্যমেই তো প্রশাসন নৌকার মালিক গোষ্ঠীদের ফেরি সার্ভিসের দায়িত্ব দেয়। কাকে আর বলব, পুলিশ–প্রশাসন সবই জানে। নৌকা ও ভুটভুটিগুলোতে অতিরিক্ত যাত্রী ও পণ্য তোলায় মাঝে মধ্যেই মাঝ নদীতে উল্টে যাওয়ার উপক্রম হয়। কোনও উপায় না থাকায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এভাবেই প্রতিনিয়ত যাতায়াত করতে হয় আমাদের।' অন্যদিকে রামগঙ্গা থেকে ওয়াল্ডক্রিক নদী পেরিয়ে পাথরপ্রতিমা যেতে এলাকার বাসিন্দাদের একমাত্র ভরসা যন্ত্রচালিত নৌকা ও ভুটভুটি। সেখানকার এক নিত্যযাত্রী সুমন দাস জানান, 'এই তো কয়েকটা দিন আগে ভিড়ের চাপ রাখতে না পেরে চোখের সামনেই ভুটভুটি থেকে পড়ে গেল এক যুবক। তারপর মৎস্যজীবীরা যুবককে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করে। সেসময় পুলিশ–প্রশাসনের কোনও উদ্ধার দল বা নজরদারি ছিল না।

এরপর সাতের পাতায়

জলেই জীবন, জলেই মরণ আমাদের

নির্মল গোস্বামী

আমরা সকলেই জানি জলের আর এক নাম জীবন। জল ছাড়া প্রাণের অস্তিত্ব বিজ্ঞানীরা কল্পনায় আনতে পারেন না। ফলে প্রাণ স্পন্দনের প্রধান শর্ত হল জল। অন্য গ্রহে প্রাণের খোঁজের আগে জলের খোঁজ করা হয়। যদি জল থাকে তাহলে প্রাণের অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনা থাকবে। আবার আমাদের শরীরের পঞ্চভূতের বেশির ভাগ অংশই হল জল। কিন্তু জলেই মরণ কেন বলছি? আমাদের শাস্ত্রে আছে পৃথিবী ধ্বংস হবে জলের কারণে। পুরাণে বলছে সাতদিন ধরে টানা বৃষ্টিতে প্লাবনে ভেসে যাবে এই পৃথিবী। সমস্ত প্রাণীকূল ধ্বংস হবে। সভ্যতা বিলুপ্ত হবে। তারই মধ্যে দু–একজন পুণ্যাত্মা নারী–পুরুষ বেঁচে থাকবে। তাদের মধ্যে থেকে আবার নতুন করে শুরু হয়ে নতুন কল্পের অর্থাৎ পুনরায় সত্য যুগের সূচনা হবে।

বাইবেল অনুসারেও তাই। এই পৃথিবী জলে প্লাবিত হবে। তখন নোয়ারের নাও (নৌকা) আসবে। তাতে কিছু ধর্মাত্মা মানুষ উঠে প্রাণ বাঁচাবে এবং তাদের থেকে আবার শুরু হবে মানবজাতির জয়যাত্রা। এই বর্তমান কল্প ধ্বংসের কারণ হবে বারি। যে জল থেকে জন্ম হয়েছিল এককোষী অ্যামিবা এবং তার থেকে আজকের মানুষ প্রজাতি সেই প্রবৃত্তির সৃষ্টি জীবকূলের ধ্বংসের নিদান হাঁকবে জলই। অর্থাৎ যাতে জন্ম তাতেই লয়। এটাকে যারা ধর্মশাস্ত্রের অলীক বাণী মনে করে হালকা ভাবে নেবে তারা ভুল করবে। কারণ বর্তমানে এটা ঘটমান সত্য যে পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার ফলে মেরু প্রদেশের তুষার পাহাড় গলতে শুরু করেছে। তার ফলে সমুদ্রে জলতলের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অচিরেই নদীতীরে অবস্থিত পৃথিবীর বড় বড় শহর সমুদ্রগর্ভে লীন হবে। আমাদের কলকাতার নাম সেই তালিকার প্রথম দিকেই আছে।

আমাদের অন্তিম ভবিতব্য যদি জল প্লাবনের দ্বারা সীমায়িত হয়ে থাকে তাহলে তার পূর্বেও ঘটে যেতে পারে মহামারী। আর সেটা হবে জলের অভাবকে কেন্দ্র করে। দূষিত জল গ্রহণ করে, জলের অভাব শুনলেই অনেকে আকাশ থেকে পড়বেন। জলের অভাব সে আবার কেমন? আমাদের এই পৃথিবীর তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল। কিন্তু সেই জলের কত অংশ মানুষের ব্যবহার যোগ্য তা অনেকেরই জানা নেই। সারা পৃথিবীতে যত পরিমাণ জল আছে তার ৯৭.৫ শতাংশ লবণাক্ত জল, অপেয়। আর বাকি ২.৫ শতাংশ হল মিষ্টি জল বা সুপেয়। আবার এই ২.৫ শতাংশ যে মিষ্টি জল আছে তার মধ্যে ৯৮.৮ শতাংশ সুপেয় জল আমাদের নাগালের বাইরে। কারণ সেই জলের অবস্থান হল উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর হিমশৈলে ও ভূগর্ভে। হিমশৈলের আয়তন ২২৯৯৫০০০ ঘন কিমি আর ভূগর্ভস্থ পেয় জলের পরিমাণ হল ২৭৭৪২০০০ ঘন কিমি। বাকি যে পেয় জলটুকু নদী, নালা, খাল, বিল জলাশয় ও ভূগর্ভে সঞ্চিত থাকে যা দিয়ে সারা পৃথিবীর মানুষ তাদের তৃষ্ণা মেটায় সেই জলের পরিমাণ হল ২০৮৫ ঘন কিমি মাত্র। সারা পৃথিবীর মিষ্টি জলের মাত্র ৪ শতাংশের ভাগীদার ভারত। কিন্তু জনসংখ্যার ১৬ শতাংশের ভাগীদার ভারত। ফলে চাহিদা আর জোগানের ভারসাম্য থাকছে না।

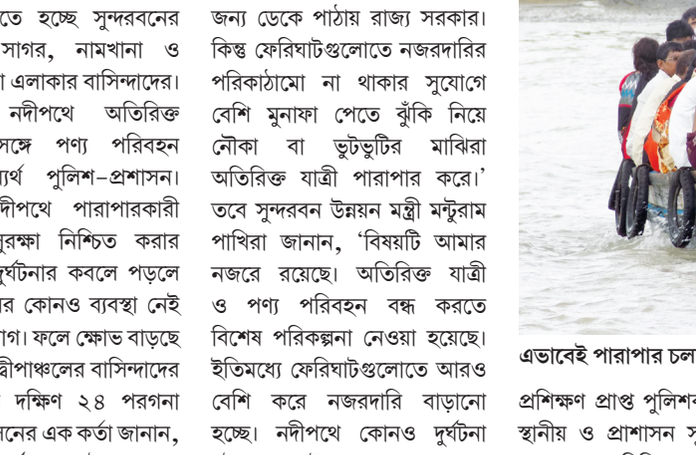

সারা পৃথিবীতে যত বৃষ্টিপাত হয় তার ০.৭ শতাংশ হয় ভারতে। আর এশিয়ার নিরিখে ৯.৩৬ শতাংশ বৃষ্টিপাত পায় ভারত তবুও ভারতের মানুষ সুষম আহারের মতো প্রয়োজনীয় পানীয় জলটুকুও তারা পায় না নির্ধারিত মানে। রাষ্ট্র সংঘের সুপারিশ অনুযায়ী প্রতিটি মানুষের প্রতিদিন ৫০ লিটার শুদ্ধ জলের প্রয়োজন। অথচ UNDP র সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে একজন আমেরিকান প্রতিদিন ব্যবহারের জন্য ৪৫০ লিটার জল পায়। বাকি পৃথিবীর মানুষদের জন্য ২৩.৭৬ লিটার জলের বরাদ্দ দৈনিক। ভারতে শহর অঞ্চলের মানুষের অপেক্ষাকৃত বেশি জল পায়। কিন্তু গ্রামের মানুষদের অবস্থা অত্যন্ত করুণ। গ্রামের রমনীরা ২০ লিটার জলের কলসী নিয়ে তিন থেকে চার কিমি পথ হেঁটে যায়। বর্তমানে চার থেকে পাঁচটা রাজ্য খরার কবলে। ট্রেনে করে পানীয় জলটুকু পৌঁছে দিতে হচ্ছে। লাতুরের মানুষেরা সপ্তাহে দুদিন জল পায় গাড়ি থেকে। তাদেই সারা সপ্তাহ চালাতে হয়।

ভারতবর্ষ নদীমাতৃক দেশ। ভারতবর্ষে ১৪ বৃহৎ ৪৪টি মাঝারি ও ৫৫টি ছোট নদী নিয়ে মোট ১১৩টি নদী আছে। তবুও ভারতবর্ষের পানীয় জলের হাহাকার। এই জন্য প্রকৃতির জলসম্পদ বন্টনের বৈষম্য দায়ী নয়। দায়ী হচ্ছে বিপুল জনসংখ্যা। যেখানে পেয় জল ৪ শতাংশ সঞ্চয় আছে সেখানে বিশ্বের নিরখে জনসংখ্যা হচ্ছে ১৬ শতাংশ। ভারতের বেশির ভাগ নদীর জলই দূষণযুক্ত। পান করা তো দূরের কথা স্নান করারও অযোগ্য। এই বিপুল জনসংখ্যা তাদের প্রয়োজনীয় জল সব মিলে মিশে নদীর দূষণ আজ মাত্রাতিরিক্ত। ভূর্গভস্থ জলের যথেচ্ছ ব্যবহার হয়েছে চাষের কাজে। তাই দ্রুত ভূগর্ভস্থ জলস্তর নিচে নেমে যাচ্ছে।

অগভীর নলকূপ ও কুয়োগুলো শুকনো হয়ে যাচ্ছে। ভারতবর্ষে ৭০ কোটি মানুষ নূন্যতম পানীয় জলের যোগান থেকে বঞ্চিত। রাষ্ট্রসংঘ ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সৌজন্যে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান বলছে যে প্রতি মিনিটে ৪টি, দিনে ৫৭৬০ এবং বছরে ১৮ লক্ষ শিশুর মৃত্যু হয় বিশুদ্ধ ও পরিশ্রুত পানীয় জলের অভাবে। পৃথিবীর কোনও পারমানবিক যুদ্ধে, মহামারী বা অসুখে কখনও প্রতি বছর ১৮ লক্ষ শিশুর মৃত্যু ঘটেনি ইতিহাসে। পৃথিবীর অন্যান্য সমস্যা সমাধান কল্পে মুহূর্তের মধ্যে কত কমিটি তৈরি হয়। সমস্যা মোকাবিলায় কত রাষ্ট্র গ্রুপ তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু এই জলের অভাবে মৃত্যু রোধের জন্য আজ পর্যন্ত তেমন কোনও কার্যকরী কমিটি আন্তর্জাতিক স্তরে গঠিত হয় নি। সমস্যা গভীর কিন্তু পৃথিবীর মানুষ উদাসীন কেন? তবে কি মরণই ভবিতব্য।

তথ্যসূত্র : বর্তমান (১২/২/২০১৬

ভারতীয় বাজারে ইতিবাচক মনোভাব

শেয়ারে লগ্নি করুন ফান্ডামেন্টাল–টেকনিক্যালসের হাত ধরে

শুদ্ধাশিস গুহ

শেয়ারের বাজারের রঙ্গলীলা নিয়ে গত দুবছরের বেশি সময় আপনাদের সঙ্গে অনেক আলাপ–আলোচনা চালাচ্ছি। মোটের ওপর এই 'আনপ্রেডিক্টেবল' বা অধরা বাজারের চরিত্র সম্পর্কে পাঠকের যাতে সামান্যতম অবলোকন ঘটে এই প্রচেষ্টায় থাকে এই কলমে। জানি না আপনারা এর মাধ্যমে কতটা শিক্ষিত হতে পারছেন। বা আমার বোঝানো আপনারা ঠিকমতো উপলব্ধি করতে পারছেন কিনা। আসলে এই বাজারের গতিবিধি ধরে ভবিষ্যতবাণী করা আর ভগবান লাভ করা কার্যত এক। কারণ ক্ষণে ক্ষণে নিজের রং পালটে ফেলে ভারতীয় শেয়ার বাজার। কখনও অস্থিরতায় ভরপুর দাপাদাপি, আবার কখনও কনসোলিডেশনের নীরব স্তব্ধতা। সে কিছুতেই বুঝতে দেবে না কোন দিকে এগোচ্ছে সে। বাজারের অভিমুখ উর্দ্ধমুখী না নিম্নমুখী তা মাত্র কয়েকটি ট্রেডিং সেশন দেখে বোঝা যায় না। তাই অনেক রথী মহারথী মানে যাদের অন্ততপক্ষে শেয়ার বাজারের ক্ষেত্রে হস্তি বলে বিবেচনা করা হয় তারাও বেমালুম বোকা হয়ে যায় এর অদ্ভুত আচরণে। এই খামখেয়ালিপনার জন্য শেয়ার বাজার বিশেষ পরিচিত। এই ধরুন আপনার বা ধরুন ভারতের সার্বিক পরিস্থিতি খুব ভালো, তার মানে এখানকার সূচকের বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা এমনটাই ভাববেন আপনি। কার্যক্ষেত্রে গিয়ে দেখা যাবে সারা বিশ্ব বাজার থেকে আসা খারাপ সংবাদ একে নিচের দিকে টেনে নামাচ্ছে। আবার যখন বিদেশের অবস্থা খুব চমৎকার তখন গিয়ে দেখা গেল দেশ থেকে আসা খারাপ খবরের জেরে ভারতের বাজার একেবারে চিৎপটাং হয়ে গেল। সুতরাং আবহাওয়ার মতো যদি আপনি ভাবেন শেয়ার বাজার সম্পর্কে আগাম আভাস দেওয়া যায় তা হলে আপনি বা আপনারা খুব ভুল করছেন। এখানে খানিকটা ভাগ্যের ভূমিকাও রয়েছে। ওই ব্যাপারটা হল লাগলে তুক আর না লাগলে তাক। এর ওপর ভর করে হয়তো কেউ কেউ মুরুব্বিয়ানা মেরে থাকেন শেয়ার বাজারে। তা বলে সব কিছুই এইরকম আন্দাজে বলে দেওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট কোম্পানি এবং তার বাজার সম্পর্কে পড়াশুনা। এই ব্যাপারটা নখর্দপণে থাকলে কিছুটা তো এগনো যায়ই। তাই বলে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মেলানো না হোক একটা সম্ভাবনার ছবির রূপদান করা যায়। এর বলে বলীয়ান হয়ে তাই বিশেষজ্ঞরা শেয়ারের ওপর তাদের মতামত দিয়ে থাকেন যাকে ধরা হয় এক্সপার্ট ভিউ হিসাবে। আগেই বলেছি এই বাজারের ধার এতটাই অদ্ভুত যে এখানে অনেকসময় বিশেষজ্ঞরাও হোঁচট খেয়ে পড়েন। তখন ফিসফাস শোনা যায় বাজারের অন্দরে যে ওই বিশেষজ্ঞরা কোনও কোম্পানি বা প্রভাবশালীর হয়ে তাদের মত তুলে ধরেছেন। ঘুরিয়ে এভাবে তাদের সমালোচনা করা হয়। ঝড়ে বক মরার মতো মাঝে মধ্যে এক আধটা লেগে গেলে তাদের আর দেখে কে। এর মধ্যে অনেক শেয়ার বাগ্মী রয়েছেন যারা ঠুনকো খবর দেন না। তাদের কথার মধ্যে পরিপূর্ণ যুক্তি থাকে। ফলে এদের খবর সঠিক ফান্ডামেন্টাল ভিত্তিতে হয়ে থাকে। এদের কথার গ্রাহ্য করা যায়। তবে ওই টেনিদা বা কেল্টুদা মার্কা যে সব বিশেষজ্ঞ বাজার এবং শেয়ার নিয়ে আগডুম বাগডুম বকেন তাদের কথায় গুরুত্ব দিয়ে সময়ে নষ্ট না করাই ভালো। শেয়ার বাড়া কমা বা বাজারের উত্থান পতনের ব্যাপারে দুধরনের মতামত বাজারে প্রচলিত। এক হল ফান্ডামেন্টাল বা কোম্পানির গুণগত মান, তার রেজাল্ট ইত্যাদি নিয়ে সংগৃহিত খবর। আর দ্বিতীয়টি হল টেকনিক্যালস, অর্থাৎ নির্দিষ্ট শেয়ার কেন বাড়ছে, কবে কত দামে শীর্ষে আরোহন করেছিল, কত নিচে এসেছিল এইসব ট্র্যাক রেকর্ড দেখে যে হিসাব করা হয়ে থাকে সাধারণভাবে তাকে শেয়ার টেকনিক্যালস বলা হয়ে থাকে। এমনিতে দেখা যায় শেয়ার বাজারে যুযুধান দুই শিবিরে বিভক্ত থাকেন এই ফান্ডামেন্টাল আর টেকনিক্যালসের কারিগররা। যেন প্রবল দুই প্রতিপক্ষ। যারা টেকনিক্যালস আওড়ান তাদের মতে টেকনিক্যাল চার্টে নাকি ধরা পড়ে কোম্পানির শ্রীবৃদ্ধির তামাম খবরনামা, যাকে আমরা পোষাকী ভাষায় ফান্ডামেন্টাল বলে জানি। অথচ ফান্ডামেন্টালের প্রবক্তারা বলেন অনেক সময় টেকনিক্যাল চার্টে কিছু খবর ধরা যায় না। যার ভিত্তিতে বড়সড় পরিবর্তন সংগঠিত হয় শেয়ার বাজার বা কোনও সুনির্দিষ্ট শেয়ারে। এর উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরা যায় সত্যম কম্পিউটর কিংবা হালফিলের অ্যামটেক অটোর বিয়োগানন্ত পরিস্থিতির কথা। তা টেকনিক্যাল চার্টে আগে ধরা পড়েছিল কি? সম্ভবত এর উত্তর না। তা বলে সব বিষয়ে ফান্ডামেন্টাল কেতাই ঠিক নয়। বরং টেকনিক্যালসের মূল্য কোনও অংশে কম নয়। উচিত হচ্ছে এই দুই পথের সমন্বয়ের মাধ্যমে স্টক মার্কেটকে বিচার করা। তা হলে গিয়ে হয়তো একটা সঠিক রূপরেখা লাভ করা সম্ভব। ওই অ্যালিওপ্যাথ আর হোমিওপ্যাথ উভয়ের কোঅর্ডিনেশনে চিকিৎসা করার মতো। এতেই পরিপূর্ণ আরোগ্য লাভ সম্ভব। আর শেয়ার বাজারের ক্ষেত্রে প্রকৃত দিশা লাভ ঘটে এই সমন্বয়ের মেলবন্ধনে। তাই টেকনিক্যালস এবং ফান্ডামেন্টালস–এর পক্ষে ট্যাঁড়া পেটাচ্ছেন যারা তাদের কাছে বিনীত নিবেদন দেখুন না এই দুয়ের সমষ্ঠিতে একটা সূত্র বের করার। যাতে অযাচিত সাফল্য পাওয়া যেতে পারে শেয়ার বাজারের নিরিখে।

অর্থনীতি

প্রাথমিকভাবে মোদি সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর একের পর এক বাজেট এবং সুদের হার কমানো, এই দুয়ের যোগফলে ভারতীয় নিফটি ৯১০০, সেনসেক্স ৩০ হাজারের ঘরে পা রাখে। স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশার পারদ আরও চড়তে শুরু করে। এখান থেকেই নিচের দিকে আসতে শুরু করে ভারতীয় সূচকদ্বয়। বিশেষ করে আমেরিকার সূচকত্রয় ন্যাসড্যাক, ডাও জোন্স এবং স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওর ক্রমশ পড়তে শুরু করার প্রভাবে ভারতের বাজার ভীত হয়ে পড়ে। এর আগে অবশ্য আমেরিকার বাজার ব্যাপক হারে বেড়েছে। আগের উত্থান পর্বকে ছাপিয়ে এবার মার্কিন বাজার অনেকটাই বেড়েও গিয়েছিল। তাই সেই অর্থে এভাবে বাজারের নিচে চলে আসা একধরনের কারেকশন পর্ব চলার মতো। ফলে বাজারের এই অবতরণ হয়তো সেদিক থেকে ভয় পাওয়ার মতো নয়। আপাতত মার্কিন দেশে সুদের হার যদি না বাড়ে তা হলে বিদেশিদের কেনার গতি অব্যাহত থাকবে ভারতের বাজারে। কারণ এই মুহূর্তে এটাই একমাত্র জায়গা যেখানে বিনিয়োগ করে রিটার্ন পাওয়ার ভালো সম্ভাবনা রয়েছে।

বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ যাঁরা ভারতীয় শেয়ার বাজার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তাঁদের মতে ভারতীয় বাজার এখন বুল রান বা তেজিয়ান অবস্থানে রয়েছে। এই বাজার থেকে বিদেশিরাও সহজে খুব বেশি অর্থ তুলে নিতে চাইবে না। বরং সাময়িক কারেকশন শেষ হওয়ার পরে আবার পুরোদমে বাড়বে ভারতীয় বাজার। সেই কথাই এখন ষোলোআনা ফলতে শুরু করছে। বিদেশিদের হাত ধরে লক্ষ্মীর ঝাঁপি উদার হচ্ছে ভারতের প্রতি। যা সারা বিশ্বের নিরিখে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

সেই ক্ষেত্রে ভারতীয় শেয়ার বাজারে নিফটি এবং সেনসেক্স পৌঁছে যেতে পারে যথাক্রমে ১০ হাজার এবং ৩৩ হাজারের ঘরে। আগামী ২–৩ বছরের মধ্যে ভারতীয় শেয়ার বাজার বাড়তে পারে আরও অনেকটাই। তাই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ এই ধরনের কারেকশনে যখন বাজার নিচে আসবে তখন ভালো শেয়ার কিনে নিতে হবে পড়তির দামে। পড়ে বাজার বাড়লে মওকা বুঝে ভালো লাভে তা বেচে দিতে হবে। যারা দীর্ঘদিন ব্যাপী লগ্নি করতে চান তারা অল্প অল্প করে প্রতিটি পতনে ভালো জাতের শেয়ার খরিদ করতে পারেন। সবথেকে যে বিষয়টি এই সময় বেশি ভাবাচ্ছে তা হল এই বুল মার্কেটে অর্থবান হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ এসে যাচ্ছে হাতের সামনে। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে সময় বুঝে। তাহলেই আপনার সম্পদ অনেকটাই বেড়ে যাবে, হয়ে উঠবেন সফল লগ্নিকারী।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৮ জুন – ২৪ জুন, ২০১৬

মেষ : প্রেম প্রীতির বিষয়ে সময়টি অত্যন্ত শুভ। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। সাবধানে চলাফেরা করবেন। কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে।

বৃষ : বুদ্ধির ভুলে ক্ষতির যোগ রয়েছে। ক্রয়–বিক্রয় ব্যবসায় খুব বেশি লাভবান হতে পারবেন না। দূর ভ্রমণ যোগ রয়েছে। আধ্যাত্মিক চেতনা বৃদ্ধি পাবে। পিতার পক্ষে সময়টি শুভ। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

মিথুন : ক্রোধকে সামলিয়ে চলার চেষ্টা করুন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে, ক্ষেত্রে সময়টি গোলযোগপূর্ণ শরীর ভাল যাবে না।

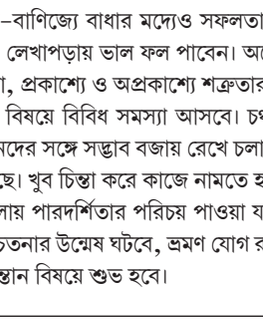

কর্কট : শিক্ষায় যাবে না। শিল্পী ও সময়টি শুভদায়ক, বাধা আসবে। মনোনিবেশ করতে যোগ্য যোগ্যাদের ব্যবসায় লাভ হবে। উচ্চ শিক্ষালাভের শুভদায়ক। কর্মক্ষেত্রে পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। মনের মত ফল পাওয়া সাহিত্যিকদের পক্ষে আর্থিক বিষয়ে নিশ্চিত দায়িত্বমূলক কাজে পারবেন না। বিবাহ বিবাহের যোগ রয়েছে।

সিংহ : মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পাবেন। বন্ধুদের থেকে সতর্ক থাকবেন। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলার চেষ্টা করুন, নতুবা আপনার বদনাম হয়ে যাবে। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। প্রতারক থেকে সাবধান থাকতে হবে। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে।

কন্যা : বিবিধ প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে ঝামেলা–ঝঞ্ঝাট ভোগ করতে হবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন।

তুলা : উচ্চমার্গের ব্যক্তির সহায়তা পাবেন। যে কোনও কলা শিল্পে সাফল্য পাবেন। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। দায়িত্বমূলক কাজগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে পারবেন। শরীর মাঝে মাঝে খারাপ হবে। সাবধান থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

বৃশ্চিক : অর্শ, আমাশয় কষ্ট পাবেন। কর্মক্ষেত্রে সতর্কের সঙ্গে চলতে হবে। শত্রুরা ক্ষতি করার জন্য তৎপর হয়ে আছে। আধ্যাত্মিকতায় সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। পিতার পক্ষে সময়টি শুভ।

ধনু : খাওয়া দাওয়া অতি সতর্কে করতে হবে। হজমশক্তির গোলমাল, ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট, নাড়ী ঘটিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে নূতন কিছু না করাই ভালো। লেখাপড়ায়, সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন।

মকর : ব্যবসা–বাণিজ্যে বাধার মধ্যেও সফলতা পাবেন। নূতন নূতন যোগাযোগ আসবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। অন্যের দায়িত্ব উপযাচক হয়ে নিতে যাবেন না, প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে শত্রুতার যোগ রয়েছে।

কুম্ভ : আর্থিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা আসবে। চঞ্চলতার জন্য শিক্ষায় ক্ষতি। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলা সম্ভব হবে না। প্রবল শত্রুতার যোগ রয়েছে। খুব চিন্তা করে কাজে নামতে হবে।

মীন : শিল্প কলায় পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যাবে। সুনাম, যশ বৃদ্ধি পাবে। আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ঘটবে, ভ্রমণ যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। সন্তান বিষয়ে শুভ হবে।

সশস্ত্র সীমা বলে ২০৬৮ তরুণ তরুণী

ড্রাইভার, কুক, ওয়াশারম্যান, বার্বার, সাফাইওয়ালা, ওয়াটার কেরিয়ার পদে নিয়োগ

কাজের খবর

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক

২,০৬৮ জন কনস্টেবল নেবে সশস্ত্র সীমা বল। নিয়োগ হবে ড্রাইভার, কুক, ওয়াশারম্যান, বার্বার, সাফাইওয়ালা এবং ওয়াটার কেরিয়ার ট্রেডে। ড্রাইভার ট্রেডের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ছেলেরা আবেদন করবেন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর 293/RC/SSB/RECTT/CTs/2016.

ট্রেড অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস : পোস্ট কোড ১৯: ড্রাইভার ৭৩১ টি (সাধারণ ২০৮, সাধারণ–প্রাক্তন সমরকর্মী ২৪, তফসিলি জাতি ২৯৫, তফসিলি জাতি–প্রাক্তন সমরকর্মী ৩৩, তফসিলি উপজাতি ৮৪, তফসিলি উপজাতি–প্রাক্তন সমরকর্মী ৮)।

পোস্ট কোড ২২ : পুরুষদের জন্য ৩৪৯টি (সাধারণ ১৬২, সাধারণ প্রাক্তন সমরকর্মী ১৮, তফসিলি জাতি ৪৬, তফসিলি জাতি প্রাক্তন সমরকর্মী ৫, তফসিলি উপজাতি ২২, তফসিলি উপজাতি–প্রাক্তন সমরকর্মী ৩, ওবিসি ৮৪, ওবিসি প্রাক্তন সমরকর্মী ৯)।

মহিলাদের জন্য : ৬০টি (সাধারণ ৩০, তফসিলি জাতি ৯, তফসিলি উপজাতি ৫, ওবিসি ১৬)। পোস্ট কোড ২৩ : ওয়াশারম্যান পুরুষদের জন্য ১৭০টি (সাধারণ ৬২, সাধারণ–প্রাক্তন সমরকর্মী ৭, তফসিলি জাতি ১৭, তফসিলি জাতি–প্রাক্তন সমরকর্মী ২, তফসিলি উপজাতি ৯, তফসিলি উপজাতি–প্রাক্তন সমরকর্মী ৩৯, ওবিসি ৩১, ওবিসি–প্রাক্তন সমরকর্মী ৩)।

মহিলাদের জন্য ৩০টি (সাধারণ ১৫, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ৯)। পোস্ট কোড ২৪ : বার্বার : পুরুষদের জন্য ৮২টি (সাধারণ ২৯, সাধারণ–প্রাক্তন সমরকর্মী ৩, তফসিলি জাতি ৭, তফসিলি জাতি প্রাক্তন সমরকর্মী ৫, তফসিলি উপজাতি ৩, তফসিলি উপজাতি–প্রক্তন সমরকর্মী ২২, ওবিসি ১৩)। মহিলাদের জন্য ১৫টি (সাধারণ ৮, তফসিলি জাতি ৩, ওবিসি ৪)। পোস্ট কোড ২৫ : সাফাইওয়ালা : পুরুষদের জন্য : ১৭৬টি (সাধারণ ৭০, সাধারণ–প্রাক্তন সমরকর্মী ৮, তফসিলি জাতি ১৯, তফসিলি জাতি প্রাক্তন সমরকর্মী ২, তফসিলি উপজাতি ১০, তফসিলি উপজাতি প্রাক্তন সমরকর্মী ২৯, ওবিসি ৩৪, ওবিসি–প্রাক্তন–সমরকর্মী ৪)। মহিলাদের জন্য ৩০টি (সাধারণ ১৪, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ৯)। পোস্ট কোড ২৬ : ওয়াটার কেরিয়ার : পুরুষদের জন্য : ৩৯৫ টি (সাধারণ ১৮০, সাধারণ–প্রাক্তন সমরকর্মী ১৯, তফসিলি জাতি ৫৪, তফসিলি জাতি–প্রাক্তন সমরকর্মী ৭, তফসিলি উপজাতি ২৬, তফসিলি উপজাতি–প্রাক্তন সরমকর্মী ৬, ওবিসি ৯৩, ওবিসি–প্রাক্তন সমরকর্মী ১০)। মহিলাদের জন্য ৩০টি (সাধারণ ১৫, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ৯)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক। সেইসঙ্গে ড্রাইভার ট্রেডের ক্ষেত্রে বৈধ হেভি ভেহিক্যাল ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকা বাধ্যতামূলক। বাকি ট্রেডগুলির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বা সমতুল ট্রেডে ২ বছরের আইটিআই ডিপ্লোমা বা দু'বছরের কাজের অভিজ্ঞতা, অথবা আইটিআই বা স্বীকৃত ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট থেকে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ১ বছরের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ এবং সংশ্লিষ্ট ট্রেডের কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা।

বয়স : ১০/৭/২০১৬ তারিখে ড্রাইভার ট্রেডের ক্ষেত্রে ২১ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে বং বাকি ট্রেডগুলির ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ বছরের এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুনারে ছাড় পাবেন।

দৈহিক মাপজোক : ড্রাইভার ট্রেডের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৭০ সেমি (গোর্খা ও তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৬২.৫ সেমি, মাওবাদী অধ্যুষিত জেলার তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৬০ সেমি), বুকের ছাতি : ৮০ সেমি (গোর্খাদের ক্ষেত্রে ৭৭ সেমি, তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৭৬ সেমি)। সবক্ষেত্রেই বুকের ছাতি ৫ সেমি পর্যন্ত ফোলানোর ক্ষমতা থাকা চাই। উচ্চতা ও বয়সের সঙ্গে মানানসই ওজন হতে হবে। দৃষ্টিশক্তি : চশমা চাড়া কাছের ক্ষেত্রে ভালো চোখে এন–৬, খারাপ চোখে এন–৯ এবং দূরের ক্ষেত্রে দু'চোখে ৬/৬। রং চেনার ক্ষমতা সিপি–টু মানের হতে হবে।

বাকি ট্রেডগুলির ক্ষেত্রে পুরুষদের জন্য উচ্চতা ১৬৭.৫ সেমি (তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৬২.৫ সেমি, গোর্খাদের ক্ষেত্রে ১৬৫ সেমি)। মহিলাদের জন্য উচ্চতা ১৫৭ সেমি (তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৫০ সেমি, গোর্খাদের ক্ষেত্রে ১৫৫ সেমি)। বুকের ছাতি : শুধুমাত্র পুরুষদের ক্ষেত্রে ৭৮ সেমি (তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৭৬ সেমি)। সবক্ষেত্রেই বুকের ছাতি ৫ সেমি পর্যন্ত ফোলানোর ক্ষমতা থাকা চাই। উচ্চতা ও বয়সের সঙ্গে মানানসই ওজন হতে হবে। দৃষ্টিশক্তি : চশমা ছাড়া কাছের ক্ষেত্রে ভালো চোখে এন–৬, খারাপ চোখে এন–৯ এবং দূরের ক্ষেত্রে এক চোখে ৬/৬, অন্য চোখে ৬/৯। রং চেনার ক্ষমতা সি পি–ফোর মানরে হতে হবে।

প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে দৃষ্টিশক্তি : চশমা ছাড়া কাছের ক্ষেত্রে ভালো চোখে এন–৬, খারাপ চোখে এন–৯ এবং দূরের ক্ষেত্রে দু'চোখে ৬/৯। রং চেনার ক্ষমতা সিপি–থ্রি মানের হতে হবে।

প্রার্থীকে শারীরিক ভাবে সুস্থ হতে হবে। বাঁকা হাঁটু, চ্যাটালো পায়ের পাতা, শিরাস্ফীতি, বর্ণান্ধতা থাকলে চলবে না। রং চেনার উচ্চ ক্ষমতা থাকতে হবে।

প্রার্থী বাছাই হবে দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা, দৈহিক মাপজোক যাচাই, নথিপত্র যাচাই, লিখিত পরীক্ষা, ট্রেড টেস্ট ও মেডিক্যাল টেস্টের মাধ্যমে।

দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে ২৪ মিনিটে ৪.৮ কিলোমিটার (মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৮ মিনিটে ২.৪ কিলোমিটার) দৌড়।

লিখিত পরীক্ষায় অবজেক্টিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে : জেনারেল নলেজ, নিউমেরিক্যাল এবিলিটি, জেনারেল ইংলিশ ও হিন্দি, জেনারেল রিজনিং। ১০০ নম্বরের পরীক্ষা। সময় ২ ঘন্টা।

৫০ নম্বরের ট্রেড টেস্টে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের কাজে প্রার্থীর দক্ষতা যাচাই করা হবে।

বেতনক্রম : ৫,২০০–২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,০০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.ssbrectt.gov.in পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখবেন : 'APPLICATION FOR THE POST OF . 2016 যে পদের জন্য দরখাস্ত করবেন ট্রেড–সহ তার নাম লিখে দেবেন।

১০ জুলাইয়ের মধ্যে ড্রাইভার ট্রেডের ক্ষেত্রে দরখাস্ত পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : The Inspector General Frontier Headquarter Sashastra Seema Bal, Sankalp Bhawan, Vubhuti Khand, Plot No. TC/35–V–2 Lucknow (U.P.)–226010. বাকি ট্রেডগুলির ক্ষেত্রে দরখাস্ত পাঠাবার ঠিকানা : The Inspector General Frontier Headquarter Sashastra Seema Bal. Rukanpura Bailey Road, Patna (Bihar)–8400 014.

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন

- দু'কপি পাসপোর্ট মাপের রঙিন স্বপ্রত্যায়িত ফটো। এর মধ্যে একটি দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দেবেন। অপরটি দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন।
- ফি বাবদ ৫০ টাকার আইপিও বা ডিমান্ড ড্রাফট বা ব্যাঙ্কার চেক। মহিলা, তফসিলি, প্রাক্তন সরমকর্মীদের ফি দিতে লাগবে না। ড্রাইভার ট্রেডের ক্ষেত্রে আইপিও 'I.G. FTR, Hqr., SSB, Lucknow'—এর অনুকূলে লখনৌয়ে প্রদেয় হতে হবে। ডিমান্ড ড্রাফট বা ব্যাঙ্কার চেকের ক্ষেত্রে 'I.G. FTR, Hqr., SSB, GOI, MHA, Lucknow'–এর অনুকূলে 'SBI Main Branch Hazaratganj, Lucknow (Branch Code–0000125)– এ প্রদেয় হতে হবে। বাকি ট্রেডগুলির ক্ষেত্রে আইপিও 'Accounts Officer, FTR Hqrs. SSB, Patna'র অনুকূলে পাটনায় প্রদেয় হতে হবে । ডিমান্ড ড্রাফট বা ব্যাঙ্কার চেকের ক্ষেত্রে 'Accounts Officer, FTR Hqrs., SSB, Patna'র অনুকূলে 'SBI Sheikhpura, Rajabazar (Patna) (Branch Code–03563) —এ প্রদেয় হতে হবে।
- বয়সের প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।
- শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- তফসিলি এবং বিসিদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ডিসচার্জ সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- স্থায়ী বাসস্থানের প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।
- নিজের নাম–ঠিকানা লেখা ও প্রতিটিতে ২৫ টাকার ডাকটিকিট সাঁটানো ১১.৫×২৭.৫ সেমি মাপের দুটি খাম।

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **বেড়াচাঁপা**– সজল দাস ● **মাতিয়া বাসস্ট্যান্ড**– শম্ভুনাথ বিশ্বাস ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **বীরভূম রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড**– পিউ বুকস্টল

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

২১টি মোচার কলাগাছ

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগনা জেলার স্বরূপনগর থানার অন্তর্গত চাঁদপাড়া গ্রামের কৃষক বাদশা মন্ডলের কলাবাগানের একটি কলাগাছে ২১টি মোচা বেরিয়েছে। এলাকার বহু উৎসুক মানুষ তা দেখতে আসছে বলে জানা যায়।

বাদশাবাবু জানান যে, স্বাভাবিক নিয়মে গাছটিতে প্রথমে মুকুল বা মোচা পড়ে। কিছুদিন পর সেই মোচার দন্ড থেকে দেখা গেল যে অসংখ্য মোচা বেরিয়েছে এবং সংখ্যায় ২১টি। মোচাগুলির সাইজও বেশ বড়।

দুর্ঘটনাপ্রবণ চিনপাই সড়ক, উদাসীন প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে দুবরাজপুর থেকে সিউড়ি যেতে গেলে এক চরম বিবর্ণ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় যাত্রীরা। জাতীয় সড়ক খানাখন্দে ভরা। বারবার বলা সত্ত্বেও টনক নড়ে নি প্রশাসনের। ঘটেছে একাধিক দুর্ঘটনা। প্রাণ নিয়েছে একাধিক জনের। তবুও বেহুঁশ প্রশাসন। জাতীয় সড়কে বেপরোয়াভাবে চলে গাড়ি। দেখার নেই কেউ। বয়সের ভারে ন্যুব্জ ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের চিনপাই ব্রিজ। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম চিনপাই ব্রিজ। ব্রিজের মাঝখান খানাখন্দে ভরা। দুপাশের রেলিং ভাঙা বললেই চলে। বড় গাড়ি বা ভারি যানবাহন চললে চিনপাই ব্রিজ দুলতে আরম্ভ করে। ঠিকমতো হয়নি সংস্কার। মাঝে মধ্যে ছোট বড় দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। চিনপাই কলোনির কাছে ফুটব্রিজের দাবি দীর্ঘদিনের। এটাই ব্যস্ততম রাস্তা। জাতীয় সড়কের একপাশে পেট্রল পাম্প, উল্টোদিকে কলোনির বস্তি, মোবাইল টাওয়ার। মাঝখানে যেন দৈত্য ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক। চিনপাই পঞ্চায়েতের ঢাপাসপুর, এনেমা, দেচাঁন্দড়া, তিনেডাঙ্গাল, আলালচক, আলিপুর সহ আশেপাশের গ্রামের লোকজন ট্রেন, বাস, পঞ্চায়েতের কাজে, বিদ্যালয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আসতে বাধ্য হয়। পথে ঘটেছে একাধিক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। পা নষ্ট থেকে জীবনহানি পর্যন্ত ঘটেছে। কিন্তু টনক নড়ে নি প্রশাসনের। দাবি উঠেছে ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েনের। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, কলকাতার ঐতিহ্যবাহী পত্রিকা 'আলিপুর বার্তা'য় এই দুর্দশার কথা প্রকাশিত হলে কষ্টের অবসান হবে।

শিকলে বাঁধা ৫ বছরের শিশু, নির্বিকার প্রশাসন

অভীক মিত্র, মাড়গ্রাম (বীরভূম) : অভাবের সংসার, নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। ছেলের চিকিৎসা করাতে না পেরে জানালার সাথে বেঁধে রেখেছে ৫ বছরের শিশুকে। শুনতে অবাক লাগলেও এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনার হদিস মিলেছে বীরভূম জেলার একটি গ্রামে। সেখানে জানালার শিকের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে ৫ বছরের শিশু দেবু মালকে। ঘটনাস্থল মাড়গ্রাম থানার রানাপুর গ্রাম। শিশুর নাম দেবু মাল। এর আগে তাঁতিপাড়ার গ্রামে দীর্ঘ ১৭ বছর শিকল বেঁধে রাখার খবর সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হতেই সক্রিয় হয়েছিল প্রশাসন। দেবুর বাবা দিনমজুর। দেবু সেরিব্রাল পালসিতে আক্রান্ত বলে জানা গিয়েছে। শুধু দেবু নয়। রানাপুর গ্রামে খোঁজ মিলেছে সেরিব্রাল আক্রান্ত আরও দুই শিশুর। বীরভূম জেলার মহকুমা শহর রামপুরহাটের খুব কাছেই কী করে ৫ বছরের শিশুকে জানালায় শিকলে বেঁধে রাখা হয় তাও প্রশাসনের অগোচরে সে ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছে স্থানীয় বাসিন্দারা। অকালে ঝরে পড়েছে দেবুর মতো কত শিশুর স্বপ্ন।

কেউ কী তার খবর রাখে। জানলার সাথে বেঁধে রাখায় অকালে নষ্ট হচ্ছে শৈশব। রানাপুর গ্রামের ৫ বছরের দেবু মাল যেন বীরভূম জেলার এক জ্বলন্ত দারিদ্রের স্পষ্ট উদাহরণ। আসলে এই জেলার যাবতীয় ফোকাস হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক দলের প্রসাদধন্য কেষ্টবিষ্টুরা। অপরদিকে একেবারেই অবহেলায় পড়ে রয়েছে এখানকার দারিদ্রতা। সেদিকটা যদি সবার সামনে উঠে আসে তা হলেই এই প্রতিবেদন সার্থকতা লাভ করবে।

সাফল্যের মাঝে অন্ধকার কুলপির চার গ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : বেহাল রাস্তা থেকে জবকার্ড না পাওয়ার চেয়েও এখন এলাকার বাসিন্দাদের বড় মাথা ব্যথা বিদ্যুৎ। কারণ, বছর পঁচিশ আগে কুলপি ব্লকের ঢোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের কৌতলা, দ্বরি কৌতলা, মধ্য কৌতলা ও দক্ষিণ কৌতলা এই চারটি গ্রামে বিদ্যুতের খুঁটি বসলেও তারপর থেকে বিদ্যুৎ সংযোগের আর কোনও কাজ এগোয়নি। ফলে সন্ধে নামলেই অন্ধকারে ডুবে যায় গোটা এলাকা। বিদ্যুতের দাবিতে বারে বারে গ্রামবাসীরা প্রশাসনের সমস্ত স্তর থেকে শাসকদলের স্থানীয় বিধায়কের দ্বারস্থ হলেও আজও কোনও সুরাহা মেলেনি। বাধ্য হয়ে এলাকার একাংশ বাসিন্দা প্রায় তিন কিমি দূরে লক্ষ্মীনারায়ণপুর থেকে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে হুকিং করে বিদ্যুৎ এনেছে গ্রামে। বিষয়টি নিয়ে কুলপির তৃণমূল বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার ফোনে জানান, 'খুঁটি বসানোর পর বিদ্যুতের তার লাগানোর সময় একটা সমস্যা হয়েছিল। এখন ওয়ার্ক ওর্ডার হয়ে গিয়েছে। দ্রুত কাজ শুরু হয়ে যাবে।'

ঢোলাহাট থেকে লক্ষ্মীনারায়ণপুর মোড়ে পৌঁছালেই চোখে পড়বে বিদ্যুতের একটি ট্রান্সফর্মার সেখানে বিদ্যুতের খুঁটি থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে এসেছে বিদ্যুতের তার। লাল, সবুজ, সাদা ও কালো রঙের তারগুলো গ্রামের খেঁজুর গাছ ও বাঁশ বাগানের বাঁশের ওপর ভর করে ধান জমির ওপর দিয়ে সোজা চলে গিয়েছে পাশের কৌতলা, দ্বরি কৌতলা, মধ্য কৌতলা ও দক্ষিণ কৌতলা গ্রামে। এই চারটি গ্রামের বাসিন্দার সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজারের বেশি। বিদ্যুতের দীর্ঘদিনের দাবি গ্রামবাসীদের। স্থানীয় সূত্রের খবর, বছর পঁচিশ আগে চারটি গ্রামে বিদ্যুতের খুঁটি বসেছিল। কিন্তু বিদ্যুতের সংযোগ দেওয়া তো দূরের কথা তার পর্যন্ত লাগানো হয়নি। ফলে বিদ্যুতের দাবিতে গ্রামবাসীরা বারংবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন। তাতেও কোনও সুরাহা হয়নি। কৌতলা গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য ভবানী নস্কর জানান, 'স্বাধীনতার পর আজও বিদ্যুৎ এল না আমাদের গ্রামগুলোতে। এই গ্রামগুলো এখন দেশের মধ্যে দৃষ্টান্ত। বহুবার প্রশাসনের সমস্ত স্তরে জানানো হলেও আজও কোনও সুরাহা হল না।' এবার দর্জির মিস্ত্রি সিরাজউদ্দিন হালদার। বাড়ির পাশেই তাঁর একটি ছোট দোকান রয়েছে। সেই দোকানে সিরাজউদ্দিনের কাছে জনা পাঁচেক শ্রমিক। সিরাজউদ্দিনের খোঁজ নিয়ে জানা গেল মোবাইল চার্জ দিতে পাশের গ্রামে গিয়েছে। ঘন্টা খানেকের মধ্যে ফিরে সিরাজউদ্দিন বলেন, 'আমি একা নয়। গ্রামের যারা যারা মোবাইল ব্যবহার করেন, তাদের সকলকেই পাশের গ্রামে তা না হলে বাসে করে একটু দূরে গিয়ে মোবাইল চার্জ করে নিয়ে আসতে হয়। কি আর করব বলুন, বুঝতেই তো পারছেন টেকনোলজি যত এগোচ্ছে বিদ্যুৎ না থাকার কারণে আমরা ও আমাদের ছেলেমেয়েরা

দিনের পর দিন পিছিয়ে পড়ছি।' দ্বরি কৌতলার বাসিন্দা কলেজ ছাত্রী নাজমা খাতুন জানান, 'একে প্রচন্ড গরম, তার উপর হ্যারিকেন বা লম্ফের আলোয় বেশিক্ষণ পড়াশুনা করতে খুব কষ্ট হয়। বিদ্যুৎ না আসায় মোবাইল চার্জ দেওয়া থেকে শুরু করে কম্পিউটার কিনতে পারছি না। আমাদের সমস্যার কথা জেনেও প্রশাসন গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগের কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না।' একই বক্তব্য নবম শ্রেণির ছাত্রী পরভিনা খাতুন ও ক্লাস সেভেনের ছাত্র বাসুদেব বর্মনের।

পড়াশুনার পাশাপাশি জীবিকার টানে গ্রামের বেশিরভাগ বাসিন্দা বিদ্যুতের উপর নির্ভরশীল। জরির কারখানা চলে এলাকার একাধিক জায়গায়। ফলে সেস কারখানাগুলোতে এলাকার যুবক–যুবতীদের কর্মসংস্থান হয়েছে। এলাকার যুবক মোজাম শেখ ও চন্ডী নস্কররা বলেন, 'বিপদের ঝুঁকি নিয়ে পাশের গ্রাম থেকে বিদ্যুৎ এনে কারখানা চলছিল। সেই ট্রান্সফর্মারের ওপর বেশি লোড পড়ায় কয়েকমাস ধরে গড়বড়ও হচ্ছে। ফলে লো–ভোল্টেজের জন্য এখন আরও বেশিক্ষণ কাজ করতে পারছি না। ফলে কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। প্রশাসনও এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগের কোনও আগ্রহ দেখাচ্ছে না। বিকল্প কাজের জন্য বাধ্য হয়ে ভিন রাজ্যে পাড়ি দেওয়ারও পরিকল্পনা চলছে।' ডায়মন্ড হারবার মহকুমা প্রশাসনের এক কর্তা বলেন, 'ওই চারটি গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য ওয়ার্ক ওর্ডার হয়ে গিয়েছে। দ্রুত এই গ্রামগুলোতে বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ শুরু হয়ে যাবে।' শেষপর্যন্ত তা কবে দিনের আলো দেখবে সেটাই দেখার।

বারুইপুরে ৬ টি বাইক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বিভিন্ন জায়গায় বহু দিন ধরে বাইক চুরি চলছে এর পিছনে রয়েছে বড়সড় র‍্যাকেট।

ধরা হল বাইক চুরি চক্রের পাণ্ডাদের। –নিজস্ব চিত্র

অবশেষে কুখ্যাত র‍্যাকেটটি ধরা পড়লো বারুইপুর মহকুমা পুলিশ অফিসারের অভিযানে। সম্প্রতি খোদারবাজার থেকে গভীর রাতে এসডিপিও অর্ক ব্যানার্জির দল ধরে ফেলে বাইক চক্রের ৩ পান্ডাকে। সামিম নস্কর (২০) ও হাসান নস্কর (১৮) ক্যানিং, মথুরাপুর, রায়দিঘি, জয়নগর, সোনারপুর, বারুইপুর ও গড়িয়ায় দিনের পর দিন দুঃসাহসিক ভাবে বাইক চুরি করে গিয়েছে পুলিশের নজর এড়িয়ে। দুজনকে জেরা করে পুলিশ জানতে পারে আরও কয়েকজনের নাম। সঙ্গে সঙ্গে চিরুনি তল্লাশি চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হয় অরিজিৎ ভৌমিক, নুর জামাল শেখ, শুভজিৎ ও মনিরুল নস্করকে। এদের জেরা করে আরও বেশ কিছু বাইক চুরি চক্রের পান্ডাদের ধরা হবে বলে এসডিপিও জানান। এই সব পান্ডারা ধরা পড়ে বাইক চুরি যাবার মাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যে। উদ্ধার হয় ৬টি বাইক। পুলিশের জেরায় জানা গিয়েছে চুরি করা গাড়িগুলি ডাম্প করতো জাকির হোসেন ও পিন্টু কয়াল। বাইকগুলো জমা করত মথুরাপুরে। এদের খোঁজ চলছে। পুলিশ জানিয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় এই র‍্যাকেটটি ২–৩ বছর ধরে প্রচুর বাইক চুরি করেছে। এই বাইক চুরির চক্রটি গোটা দক্ষিণ ২৪ পরগনায় নিপুণভাবে বাইক চুরির সঙ্গে যুক্ত।

শুধু বারুইপুর বা সোনারপুরে নয়, সমগ্র দক্ষিণ ২৪ পরগনা সহ সারা রাজ্যে জাল পাতা আছে বাইক পাচার চক্রের। পুলিশের দাবি পাচারকারীদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে স্থানীয় মানুষজন সহ অসাধু ব্যবসায়ীরা। যারা এই চুরির প্রত্যক্ষ্য এবং পরোক্ষ মদতদাতা। বেশ কিছু ব্যবসায়ী বেশি লোভের আশায় মুহূর্তের মধ্যে পাল্টে দেয় বাইকের চেহারা। ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চুরি যাওয়া গাড়িগুলি ধরা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এর ওপর ইদানিং বাইকচালকদের আক্রমণের শিকার হতে হচ্ছে ট্রাফিক পুলিশদের। বলাবাহুল্য শুধু গুটি কয়েক চোরকে ধরলে এই চক্র নির্মূল করা কঠিন। এই সঙ্গে মদতদাতা লোকজন ও ব্যবসায়ীদেরও ধরে কঠিন শাস্তি না দিলে এই চক্র চলতেই থাকবে।

আন্তর্জাতিক লেভেল ক্রসিং সচেতনতা সপ্তাহ পালিত

নিজস্ব সংবাদদাতা: সম্প্রতি পূর্ব রেলওয়ের সংরক্ষা সংগঠনের তরফে হাওড়া মন্ডলের উদ্যোগে যাত্রী সাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শেওড়াফুলি ষ্টেশনে আন্তর্জাতিক লেভেল ক্রসিং সচেতনতা সপ্তাহ পালিত হয়। লিফলেট বিলি, পথনাটিকা ইত্যাদির মাধ্যমে এই সচেতনতা সপ্তাহ পালিত হয়। এই সচেতনতা সপ্তাহ উদযাপন অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুবার্বন রেল ম্যানেজার (হাওড়া) এ.কে.চৌধুরী, রেলওয়ে সিভিল ডিফেন্স হাওড়া মন্ডলের পক্ষ থেকে অজয় চক্রবর্তী।

রেলওয়ে সিভিল ডিফেন্সের ইন্সপেক্টর সৌমেন চক্রবর্তী জানান, যাত্রী সাধারণের মধ্যে প্রহরী দ্বারা পরিচালিত রেলগেট ও প্রহরী বিহীন রেলগেট সম্পর্কে যে সব সাবধানতা পালন করা উচিত সেই সম্পর্কে যাত্রী সাধারণকে অবগত করানোর জন্য এই সচেতনতা সপ্তাহের আয়োজন করা হয়েছে। এই সচেতনতা সপ্তাহ ১জুন থেকে ১০ জুন পর্যন্ত চলবে। বিভিন্ন ষ্টেশনে এই সচেতনতা সপ্তাহ পালিত হবে। এই সচেতনতা সপ্তাহকে ঘিরে আয়োজিত পথনাটিকা দেখতে সাধারণ মানুষের মধ্যে আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মত।

শেওড়াফুলি

সিনিয়র ডিভিশনাল নিরাপত্তা আধিকারিক এসকে দাস, শেওড়াফুলির ষ্টেশন ম্যানেজার তরুণ মল্লিক, ওএস গোলক কুমার দে এবং আরপিএফ –এর সাব ইন্সপেক্টর মহেন্দ্র মিশ্র প্রমূখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন

মহানগরে

তাপসবাবু আবার কলকাতা পুরসভায়

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০১৩–তে কলকাতা পুরসভার যুগ্ম পুর কমিশনার (উন্নয়ন ও সাধারণ) পদ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় জেলাশাসকের পদে। আবার গত ১৩ জুন নবান্ন সূত্রে এক নির্দেশিকা জারি করে জানানো হয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসক তাপস চৌধুরিকে পুনরায় কলকাতা পুরসভার যুগ্ম পুর কমিশনের পদে আনা হল। আর কলকাতা পুরসভার ওই পদে থাকা আইএএস অফিসার সঞ্জয় বসুকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসকের পদে পাঠানো হল। প্রসঙ্গত, তাপসবাবু একসময় কলকাতা পুরসভার সচিবের দায়িত্বেও ছিলেন।

কলকাতায় বর্ষা আসছে ১৯–২০ জুন

বরুণ মণ্ডল : ৯ জুন বৃহস্পতিবার আলিপুরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৫.৬(+১) এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৩৬.৬(+৩) এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭.৬(+১) ডিগ্রি। ১১ জুন শনিবার আলিপুরের সর্বোচ্চ তাপমাত্র ৪০.৪ (+৬) এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৩০.২(+৩) ডিগ্রি। ১২ জুন রবিবার আলিপুরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪.১ (স্বাভাবিক) এবং সর্বনিম্ন ৩০.২ (+৩) ডিগ্রি। ১৩ জুন সোমবার আলিপুরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৭.১ (–৭) এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৪.৩ (–৩) ডিগ্রি সেলসিয়াস। কলকাতাসহ দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা ১৯ থেকে ২০ জুনের আগে আসছে যে না, আলিপুর হাওয়া অফিসের এটাই ঘোষণা। কিন্তু এই অন্তর্বর্তীকালীন সময় দক্ষিণবঙ্গ আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা দেখছে দু'চোখ ভরে। শনিবার তাপপ্রবাহের কবলে পড়ে কলকাতা। সেদিন কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ওঠে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। দু'দিনের মাথায় সোমবার বৃষ্টি বাদলে কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কমে দাঁড়ায় ২৭.১ ডিগ্রিতে। স্বাভাবিকের চেয়ে সাত ডিগ্রি কম। কলকাতাসহ দক্ষিণবঙ্গে কমে বর্ষা আসবে? আলিপুর হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস ১৯ থেকে ২০ জুনের আগে নয়। খবর উত্তরবঙ্গে ১৪ জুন বর্ষা ঢুকেছে। ১৪ থেকে ১৫ জুনের মধ্যে উত্তরবঙ্গের উত্তরের চার জেলায় দেদার বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া অফিসের উপ–মহানির্দেশক গোকুল চন্দ্র দেবনাথের কথায়, উত্তরবঙ্গে বর্ষা ঢোকার চার থেকে পাঁচ দিন বাদে সাধারণত কলকাতাসহ দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা আসে। তাঁর কথায় মৌসুমি বায়ু জোরদার থাকবে বলেই মনে হচ্ছে। ধীরে ধীরে দক্ষিণ–পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর বঙ্গোপসাগরীয় শাখা ছন্দে ফিরছে। গত দু'বছরে যথাক্রমে ১৮ এবং ১৯ জুন বর্ষা কলকাতায় পৌঁছে ছিল। এবার দেরিটা প্রায় তেমনই হওয়ার আশঙ্কা। তবে আবহাওয়াবিদগণ বহুদিন পূর্বে থেকেই আভাস দিয়ে আসছে এবার বর্ষা এলেও দক্ষিণবঙ্গসহ দক্ষিণপূর্ব ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্যে বৃষ্টি ভারতের অন্য অঞ্চলের তুলনায় কম হবে। ফলে দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা আসার সম্ভাবনা তৈরি হলেও ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের কোনও আশা দেখছি না। যার অর্থ বর্ষা এলেও ভ্যাপসা গরম কমবে বা মাটির তেষ্টা মিটবে, এখনও পর্যন্ত তেমন আশা দুরাশা।

বর্ষার মুখে গড়িয়ায় আদি গঙ্গা সংস্কারের কাজ শুরু

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার

বহু যুগ বাদে গড়িয়ায় আদি গঙ্গা বা টালি নালা সংস্কারের কাজ শুরু হয়ে গেল। বছরের পর বছর এই টালি নালা সংস্কারের কাজ হয় নি নানা ছুতোয়। কয়েকদিন হল গড়িয়ায় কাটিপোতা ও গঙ্গা জোয়ারা পর্যন্ত এই সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। বহু দিনের আবর্জনায় ভাসছে আদিগঙ্গা। যাবতীয় ময়লা আবর্জনা সব কিছু দিনের পর দিন ফেলা হচ্ছে, শুধু তাই নয়, এছাড়া মল মূত্র ভাসছেএখানে। দূষণ ছড়াচ্ছে। কোনও নেতা, মন্ত্রী, বিধায়ক দিনের পর দিন কেউ এই ব্যাপারে মুখ খুলতে চায়নি। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ স্থানীয় কাউন্সিলারদের মদতে এই নালার উপরে ঢালাই কলম দিয়ে পাকাপোক্ত ভাবে তৈরি হয়েছে বাসস্থান ও কয়েক হাজার দোকান। ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অশোকা মৃধা অবশ্য বলেন, আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে নালা পরিষ্কার করবো। স্থানীয় মানুষের টাকা নিয়ে যে বসতিগুলো বসানো হয়েছে, সেগুলোকে ভাঙতে পারবেন তো কাউন্সিলাররা? এখন কেন্দ্রের চাপে নড়ে চড়ে বসেছে, সকলে। গত ১৬ তারিখ থেকে লাগাতার শুরু হয়ে গিয়েছে মাটি কাটা ও

নালার দুধার কেটে নালাকে চওড়া করা ও ময়লা তোলার কাজ। এই কর্মসূচির আগে একটি প্রশাসনিক বৈঠকও হয়। যদিও এখনও পর্যন্ত নালার উপরে তৈরি করা দোকান বা বাড়ি ঘরদোর ভাঙার কাজ শুরু হয়নি। অন্যদিকে দিনে রাতে টহল দিচ্ছেন সোনারপুর থানার আইসি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও অফিসারেরা। বারুইপুরের এসডিপিও অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কোনও নির্দেশ আসেনি পুলিশ প্রশাসনের কাছে। সংস্থার কাজের ঠিকাদার শিবপদবাবু বলেন জলের স্তর থেকে ১০ ফুট গভীরতা পর্যন্ত কাটা হবে। এছাড়া নালার দুধারে চওড়া হবে ৬০–৭২ ফুট পর্যন্ত। কিছু কিছু জায়গায় নোংরা পরিষ্কার হতেই দেখা গেল পরিস্কার জলের চেহারা। সুন্দর টল টল করছে জল। বহুদিন জল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল আবর্জনার জন্য। এবার নিজের গতিতে চলতে আরম্ভ করেছে গড়িয়া থেকে গঙ্গা জোয়ারের দিকে। এপরপর পরিস্কারের কাজ যত এগোবে আস্তে আস্তে সুন্দর ভাবে জলের স্রোত বইবে বলে তাঁর ধারণা। এলাকার মানুষের আশা আসন্ন বর্ষায় এবার এলাকায় জল খুব একটা বেশি জমবে না। ঠিকাদাররা অবশ্য ইতিমধ্যেই সংস্কারের কাজে বাধা পেতে শুরু করেছে।

উল্লেখ্য এর আগেও একবার সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের অসহযোগিতায় তা বানচাল হয়ে যায়। এবার আদি গঙ্গার উপর ও দুই পারে গজিয়ে ওঠা বেআইনি দখলদারদের উচ্ছেদ করতে প্রশাসন কতটা তৎপর হয় সেটাই দেখার।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫০ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা, ১৮ জুন – ২৪ জুন, ২০১৬

এ রাজ্যে মদ নিষিদ্ধ কী অসম্ভব?

গুজরাট বিহার অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। ভারতের বাকি রাজ্যগুলি সাহস করে এগোতে পারেনি আজও। আর্থিক কারণে ঝুঁকি নিতে পারেনি সেদিনের 'বামপন্থী' পশ্চিমবঙ্গ। পট বদল হয়েছে। মদের দোকানের লাইসেন্স বেড়েছে বই কমেনি। বহু আগে থেকেই বাতাসে ভাসে যে সরকারি মাস মাইনের চাকুরেদের মুখে অন্ন তুলে দেন ওই মাতাল সম্প্রদায়। যারা লাইসেন্সযুক্ত মদের দোকান থেকে মদ কেনে। এ রাজ্যে সাম্প্রতিক অতীতে বিষ মদে বহু মানুষের অকাল মৃত্যু আজও অনেকের স্মৃতিতে উজ্জ্বল। ক্ষতিপূরণ নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়েছিল। কিন্তু মদমুক্ত বাংলা গড়তে এ রাজ্যের প্রশাসন কতটা সাহসী ও বাস্তববাদী হতে পারবে তা আগামী দিন বলবে। তবে এ রাজ্যে প্রতিদিন গৃহস্থালি হিংসা ক্রমবর্ধমান। নানা লাগামছাড়া অপরাধের নেপথ্যে মদ্যপান অন্যতম কারণ। যে কারণে বহু ক্ষেত্রে মদের দোকান বন্ধ রাখতে হয়। বিহারসহ এ রাজ্যেও বহু গ্রামে মদ ভাটা ভেঙে মহিলাদের নানা আন্দোলন খবর হয়েছে বারংবার। বহু পরিবার পথে বসেছে স্রেফ মদ্যপানের কারণে। এ ব্যাপারে নিম্নবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত সবক্ষেত্রেই গল্প এক। বহু নির্যাতনের অন্যতম কারণ মদ্যপান। অন্যদিকে সরকারি কোষাগারে অর্থ আগমনের অন্যতম উৎস মদ শিল্প। দেশের ছাত্র যুবসমাজ থেকে শুরু করে নানা গোষ্ঠী সংঘর্ষের নেপথ্যেও থেকে যায় মদ্যপান ঘটিত সমস্যা। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে মদ্যপান নিষিদ্ধ করতে পারলে অপরাধের সংখ্যা অবশ্যই কমবে। রাজ্যের আয় বাড়ানোর ভিন্ন পথ প্রশাসনের পথপ্রদর্শকরা বাতলে দিতে পারবেন। আর্থসামাজিক কারণে এ রাজ্যে মদ নিষিদ্ধ করতে গেলে নানা মহল থেকে বাধা আসতে পারে। তবে মনে রাখা দরকার সাধারণ গরিব ও বড়লোক মানুষের ধন প্রাণ মান বজায় রাখতে গেলে এই শক্ত পদক্ষেপ নিতেই হবে।

নানা জাতীয় উৎসবে, পুজো–আচারের আগের দিন শহর ও শহরতলির নানা মদের দোকানে কম বয়সী থেকে মধ্যবয়সী ব্যক্তিদের দীর্ঘ লাইন জানান দেয় এ রাজ্যে মদ্যপায়ীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। মেয়েদের মধ্যেও ধূমপানের নেশার মতোই মদ্যপানের নেশা ছড়িয়ে যাচ্ছে যা আগামী অশনী সঙ্কেত।

আইন –শৃঙ্খলা, মদ্যপানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে রাজ্যের বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের নৈতিক শিক্ষা ও অগ্রগতি। মদ নিষিদ্ধ হলে এ রাজ্যের বহু নির্যাতিত নারী যারা দিনের পর দিন গৃহস্থালি হিংসায় জর্জরিত তারা মুক্তির স্বাদ পাবেন এবং রাজ্যের প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাবেন। রাজ্যে অপরাধের সংখ্যা কমবে। কমবে নারী ও গৃহবধূ নির্যাতন। সবদিক বিবেচনা করে রাজ্য প্রশাসন ধীরে ধীরে মদহীন বাংলা গড়তে পারেন কি না তা ভাবা প্রয়োজন।

অমৃত কথা

৬২. বস! সাহস অবলম্বন কর। ভগবানের ইচ্ছায় ভারতে আমাদের দ্বারা বড় বড় কার্য সম্পন্ন হইবে। বিশ্বাস কর, আমরাই মহৎ কর্ম করিব, এই গরিব আমরা–যাহাদের লোকে ঘৃণা করে, কিন্তু যাহারা লোকের দুঃখ যথার্থ প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছে। রাজা–রাজড়াদের দ্বারা মহৎ কার্য হইবার আশা অতি অল্প।

৬৩. ভগবান যদিও সর্বত্র আছে বটে, কিন্তু তাঁকে আমরা জানতে পারি কেবল মানবচরিত্রের মধ্য দিয়ে।

৬৪. ভগবানে বিশ্বাস রাখো। কোন চালাকির প্রয়োজন নাই; চালাকি দ্বারা কিছুই হয় না।

৬৫. ভারতবর্ষ জয় করা ইংরেজের পক্ষে এত সহজ হইয়াছিল কেন? যেহেতু তাহারা একটি সঙ্ঘবদ্ধ জাতি ছিল, আর আমরা তাহা ছিলাম না।

৬৬. ভারতবর্ষে আমরা গরিবদের, সামান্য লোকদের, পতিতদের কি ভাবিয়া থাকি! তাহাদের কোনও উপায় নাই, পালাইবার কোনও রাস্তা নাই, উঠিবার কোনও উপায় নাই। ভারতের দরিদ্র, ভারতের পতিত, ভারতের পাপিগণের সাহায্যকারী কোনও বন্ধু নাই। সে যতই চেষ্টা করুক, তাহার উঠিবার উপায় নাই। তাহারা দিন দিন ডুবিয়া যাইতেছে।

৬৭. ভায়া, সব যায়, ওই পোড়া হিংসেটা যায় না। আমাদের ভিতরও খুব আছে। আমাদের জাতের ঐটে দোষ, খালি পরনিন্দা আর পরশ্রীকাতরতা। হাম্বড়া, আর কেউ বড় হবে না।

৬৮. ভায়া, শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন?–শক্তির অবমাননা সেখানে ব'লে।

৬৯. মন যখন জীবনের উচ্চতম তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে চিন্তা করিতে অসমর্থ হয়, তখন ইহা মস্তিস্কের দুর্বলতার নিশ্চিত লক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে।

৭০. মনে করিও না, তোমরা দরিদ্র। অর্থই বল নহে; সাধুতাই–পবিত্রতাই বল। আসিয়া দেখ, সমগ্র জগতে ইহাই প্রকৃত বল কি না।

৭১. মানুষ যতপ্রকার জ্ঞানলাভ করিয়াছে, সবই মন হইতে। জগতের অনন্ত পুস্তকাগার তোমারই মনে। বহির্জগৎ কেবল তোমার নিজ মনকে অধ্যয়ন করিবার উত্তেজক কারণ–উপলক্ষ্য মাত্র।

ফেসবুক বার্তা

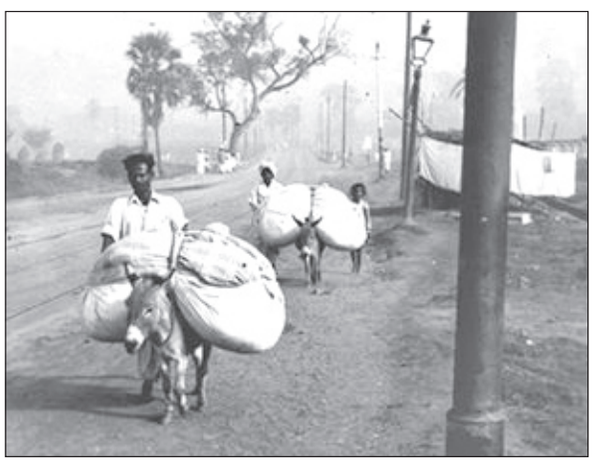

পুরনো কলকাতায় ধোপাদের মাল বহনের বাহক গাধা এভাবেই বোঝা টেনে নিয়ে বাবুদের ফরমাইশ মেটাত। সম্প্রতি ফেসবুকের অলিন্দে ধরা পড়ল সেই নস্টালজিক চিত্র।

মার্কিন কংগ্রেসে নরেন্দ্র মোদির ভাষণ : আবেগের নিশিযাপন না মধুচন্দ্রিমা

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

মার্কিন কংগ্রেসের জনপ্রতিনিধি কক্ষের স্পিকার পল রেয়ানের আমন্ত্রণে কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভাষণ ৭২ বার করতালির মধ্যে দিয়ে অভিনন্দিত হল। এই উক্তি ভারত মার্কিন সম্পর্কের গভীরতা অথবা ভারতের মার্কিন নির্ভরশীলতা কিসের ইঙ্গিত তার উত্তর ভবিষ্যত দিতে পারবে। তবে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ওবামা সাহেবের ২০১৪–১৬ সাত বারের বৈঠক ভারতের জাতীয় স্বার্থ ও অর্থনীতিকে কতটা শক্তিবর্ধন টনিক দিতে পেরেছে, এই প্রশ্ন আমজনতার চায়ের আড্ডায় উঠে আসতেই পারে।

মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে মোদিজির ভাষণ নতুন ঘটনা নয়। ১৯৮৫ সালে ভারত মার্কিন সম্পর্কের শীতলতা কমানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির প্রথম ভাষণের বার্তা ছিল 'মানব সেবায় ভারত পৃথিবীর মধ্যে প্রথম সারির রাষ্ট্র।'' বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে একটিই মহৎ উদ্দেশ্য – কূটনৈতিক মার্কিন পুঁজি ভারতে বিনিয়োগ করো। দেশের মানব সম্পদের বিকাশের চেয়ে মার্কিন পুঁজি বিনিয়োগ পরমাণু কেন্দ্র নির্মাণ করাটা তাঁর কাছে জরুরি। মোদিজির বুকের ছাতি চওড়া। তিনি প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর স্টাইলে বিদেশ দপ্তর চালান না। এই দপ্তরে ক্যাবিনেট মন্ত্রী সুষমা স্বরাজ রয়েছেন। কানাঘুষো, এই মহিলা মন্ত্রীর প্রতি বিশ্বাস ভালোবাসা খুব একটা নেই। মার্কিন খুল্লাম খুল্লা প্রেমে ম্যামের আপত্তি থাকতে পারে। নেহেরুর মার্কিন গোপন প্রেমের অভিযোগ প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত ও মন্ত্রী নটবর সিংহ তাঁর One Life is not enough নামক আত্মজীবনীতে লিখেছেন। নেহেরু ব্যক্তিগত সচিব ওপি মাথাই মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার (সিআইএ) এজেন্ট হিসাবে কাজ করতেন। এই কাজে প্রচুর অর্থ পেয়েছিলেন। কাজটা ছিল নেহেরু ক্যাবিনেটে জাতীয় এবং পররাষ্ট্র সংক্রান্ত ফাইলে মার্কিন সম্মতি। কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি ২০১৪ সালের প্রকাশিত গ্রন্থে ফরেন সার্ভিসের দুঁদে আমলা নটবর সিংহের এই অভিযোগ অস্বীকার

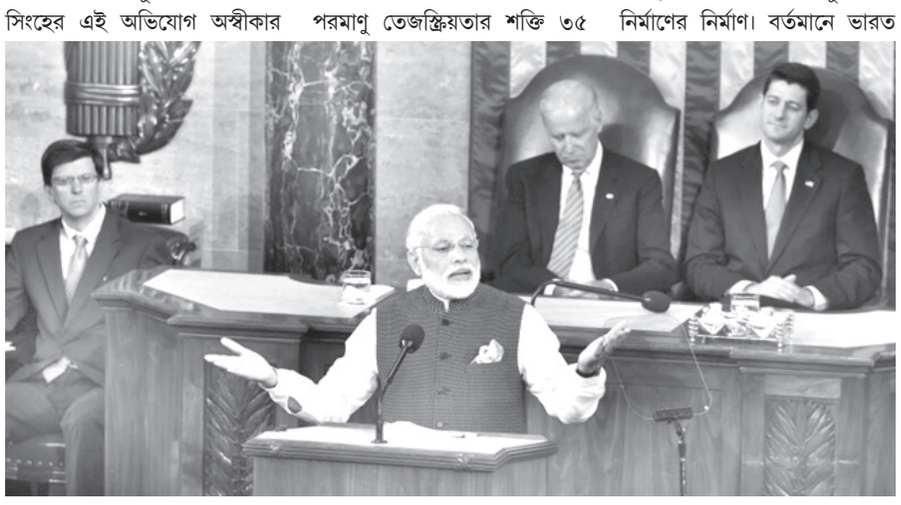

করতে পারেন। কিন্তু নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে মার্কিন পুঁজি বিনিয়োগে পরমাণু কেন্দ্র নির্মাণের অতি নির্ভরতার ক্ষেত্রে কংগ্রেস সভানেত্রী উদাসীন কেন? ২০০৮ সালে মনমোহন সিংহের প্রধানমন্ত্রীত্বে পরমাণু চুক্তি সই করার কারণে?

২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হবার পর নরেন্দ্র মোদির সাম্প্রতিক চতুর্থবারের সফরে মার্কিন রাষ্ট্রপতি আবার সম্মতি দিয়েছেন পরমাণু যোগানদার গোষ্ঠী (এনএসজি) সদস্য হিসাবে ভারতের যোগদানে পূর্ণ মার্কিন সহযোগিতা। পরমাণুকেন্দ্র নির্মাণের জন্য ২.৮ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ ওয়েস্টিং হাউস নামক বহুজাতিক সংস্থার সাথে ন্যাশন্যাল নিউক্লিয়ার গাওয়ার কর্পোরেশনের যৌথ উদ্যোগের ঘোষণা। আপত্তি উঠেছে ওয়েস্টিং হাউস নামক মার্কিন বহুজাতিক সংস্থার পরমাণু শক্তির বিকাশে এপি ৬টি রিএ্যাক্টর (তেজস্ক্রিয়) যোগানের কার্যকারিতা নিয়ে। ১ হাজার তৃতীয় প্রজন্মের (Third generation) এই রিঅ্যাক্টর মুমূর্ষু এবং সেকেলে প্রযুক্তি হিসাবে মার্কিন পরমাণু কেন্দ্রে বাতিলের তালিকায় চিহ্নিত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আধুনিক মান ও কার্যকারিতার দিক থেকে পরমাণু তেজস্ক্রিয়তার শক্তি ৩৫ বছর। তারপর এই তেজস্ক্রিয়গুলি বাতিলের তালিকায় চলে যায়। সেখানে পঞ্চম প্রজন্মের (Fifth Generation) পরমাণু তেজস্ক্রিয় নির্মাণ হয়েছে। অথচ ভারত তৃতীয় প্রজন্মের পরমাণু তেজস্ক্রিয় আমদানি করতে চলেছে।

৮ বছর আগে ভারত–মার্কিন পরমাণু চুক্তি সই হওয়ার পর কেন্দ্রীয় সরকার মার্কিন সংস্থা জি–ই ইতাচি এবং ওয়েস্টিং হাউস নামক সংস্থাকে এক হাজার মেগাওয়াট ৬টি ইউনিট গুজরাটের মিথিডিরদিতে নির্মাণের জন্য মধ্যস্থতা করে। স্থানীয় বাসিন্দাদের আন্দোলনের চাপে পরমাণু কেন্দ্র নির্মাণের প্রকল্প থেকে সরে আসতে সরকার বাধ্য হয়। নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশন 'মিথিডিরদি' প্রকল্প বাতিল করে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলম জেলায় ওয়েটিং হাউসকে এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য জায়গা দেয়। পরমাণু বিজ্ঞানীদের অভিমত তৃতীয় প্রজন্মের এই তেজস্ক্রিয় ধারা পরমাণু শক্তি বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করাটা জটিল এবং বিপদজনক। জাপানের সুকুসিমায় তেজস্ক্রিয়র বলি ও গ্যাস দুর্ঘটনার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একপ্রকার বন্ধই করে দেয় পরমাণু কেন্দ্র নির্মাণের নির্মাণ। বর্তমানে ভারত চিন রাশিয়া এবং তৃতীয় বিশ্বের কিছু দেশ পরমাণু তেজস্ক্রিয়তাকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের স্বার্থে ব্যবহার করতে চাইছে। চিনে এই বহুজাতিক সংস্থা ৪টি পরমাণু ইউনিট নির্মাণের কাজে যুক্ত রয়েছে। তবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে পারে নি। তিন বছর অতিরিক্ত সময় লেগে যাওয়ায় তিনগুণ খরচ বেড়ে গিয়েছে। ভারতের ক্ষেত্রে এই সময়ের খেলাপ এবং বিপুল অর্থ দণ্ড সাধারণ মানুষের করের টাকায় দিতে হবে না তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

২০১৫ সালে নরেন্দ্র মোদির মার্কিন সফরে এশিয়া, প্রশান্ত মহাসাগর এবং ভারত মহাসাগরে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সামুদ্রিক নিরাপত্তা বিষয়টির ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। বিশেষত দক্ষিণ সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে বাণিজ্য স্বাধীনতা। সাম্প্রতিক ভারত মার্কিন যৌথ বিবৃতিতে অবশ্য দক্ষিণ চিন সমুদ্রে বাণিজ্যের বিষয়টিকে নিয়ে উচ্চবাচ্য করা হয় নি। নিঃসন্দেহে মার্কিন চিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে চিনের কাছে নতুন কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিত দিয়েছে। দক্ষিণ সমুদ্রবর্তী এলাকা নিয়ে ভারতের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চিনের বিরোধিতা করে কিছু সিদ্ধান্ত নেবে না। জাতিপুঞ্জের সমুদ্র বাণিজ্য সংক্রান্ত আইনের প্রতি মান্যতা দিয়ে সামুদ্রিক বাণিজ্য করা যাবে। বুশের সময় থেকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ভারত–চিনের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারসাম্য বজায় রাখার কূটনীতি চলে আসছে। ভারত মার্কিন চুক্তির ধারা দুদেশের নিরাপত্তাকে যে মজবুত করার মধ্য দিয়ে ভারত সম্পর্কে চিনের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করার যতই চেষ্টা করুন মোদি তা সম্ভব নয়। কারণ উত্তর –বিশ্বায়ন অর্থনীতি চিন–মার্কিন জুড়ি না থাকলে মার্কিন অর্থনীতির বিপদ দেখা যাবে।

মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে মার্কিন আইনসভার সদস্যদের কাছে মোদি আবেদন করেছেন সন্ত্রাসবাদ বন্ধের সক্রিয় উদ্যোগের। পাকিস্তানের নাম না করে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য সন্ত্রাসবাদকে যারা ইন্ধন দিয়ে চলেছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার। একইসঙ্গে আফগানিস্তান সরকারের কাছে আবেদন করেন ভালো খারাপ তালিবান বিচার না করে সন্ত্রাসবাদ মুক্ত করুক। আফগানিস্তানের শান্তি নিরাপত্তা উন্নয়ন নিয়ে ভারত মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু তালিবানী ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ খতমে আন্তর্জাতিক ঐক্য গড়ে তোলাটা জরুরি। আপাতদৃষ্টিতে মোদিজির ভাষণের সাথে দুটি ঘটনা কাকতালীয় বলে উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। তবে আমাদের কুমনে অবাস্তব প্রশ্ন ভাসে। (১) কলকাতার এন্টালির মেয়ে আগা খাঁ ফাউন্ডেশনের সমাজকর্মী ফ্রান্সিস ডিসুজার আফগানিস্তান তালিবানীদের দ্বারা অপহরণ। (২) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় অরল্যাণ্ডো নাইট ক্লাবে ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীদের গুলিবৃষ্টিতে ৩৫০ জনের গণহত্যা। এই দুই ঘটনা কি নরেন্দ্র মোদির ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ বিরোধী জেহাদের বিরুদ্ধে তালিবানি চ্যালেঞ্জ।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি ওবামা চেয়েছিলেন তার সরকারের শেষ বেলায় আবহাওয়া পরিবর্তন নিয়ে প্যারিস চুক্তি অনুসমর্থন (রেক্টিফিকেশন) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছ থেকে আদায় করে নিতে। প্রশংসার্হ যে তিনি নির্দিষ্ট সময়সূচি নিয়ে কোনওরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকার করেন। প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবশ্য একই চুক্তি দু দেশের মধ্যে সই হয়েছে। এই চুক্তির ফল ভারতের প্রান্তিকরাও কবে পাবে সেটাই দেখার বিষয়।

সাম্প্রতিক মার্কিন সফরের মধ্য দিয়ে নরেন্দ্র মোদি বিদেশনীতির ক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে মধ্য দিয়ে সামনে এসেছে। প্রথমত পরমাণু চুক্তিকে দ্রুত বাস্তবায়িত করার প্রক্রিয়া। দ্বিতীয়ত ভারতের ভূ–রাজনৈতিক সুরক্ষা। বেজিং যেভাবে পাকিস্তানের ভারত বিরোধী সামরিক কার্যকলাপকে মদত দিয়ে চলেছে তার প্রতিরোধের জন্য জাপান–ভিয়েতনাম–মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়ার ন্যায় রাষ্ট্রের সাথে সহযোগিতার বাতাবরণ গড়ে তোলা। মার্কিন বন্ধুত্বের হাত মোদির কূটনৈতিক কৌশলে কতটা বাড়ানো যাবে সেটাই দেখার বিষয়। মোদির ভাষণে কংগ্রেসের ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান দলের দুই সদস্য ভারতকে 'Special Global Partner of America' বা আমেরিকার বিশেষ বিশ্ব সহযোগী বলে অভিহিত করেছে।

আমেরিকার হাত ধরে চৈনিক বৈরিতার বিরুদ্ধাচারণ ভারতের

কালিদাস চক্রবর্তী

একদিকে চিনের সর্বনাশ, অন্যদিকে ভারতের পৌষ মাস। সম্প্রতি পরমাণু সরবরাহকারী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে ভারতের প্রবেশ আটকাতে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছিল চিন। তাদের সাফ যুক্তি ছিল পরমাণু অস্ত্র প্রসাররোধ চুক্তি অথবা পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি কোনওটাতেই সই করেনি ভারত। তাই ভারতকে কোনওভাবেই যেন পরমাণু সরবরাহকারী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর (এনএসজি) অন্তর্ভুক্ত না করা হয়। অথচ চিন নিজে যে চুক্তি নিয়ে এতটা গলা ফাটাচ্ছে তাতে তারাও কিন্তু সাক্ষর করেনি। অর্থাৎ ভারতের জন্য এক নিয়ম, আর নিজেদের জন্য সব কিছু ব্যতিক্রম। এই দ্বিচারিতাই যে চিনের মূল চরিত্র এতদিনে গণমাধ্যমের কল্যাণে নিশ্চিতভাবে সামনে এসে গিয়েছে ১৩০ কোটি ভারতবাসীর। তাই এহেন চৈনিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কূটনীতির জমিটা বেশ ফলনশীল করে তুলেছে ভারতের কর্তাব্যক্তিরা। অবশ্যই তাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সক্রিয়তা একটা বড় দিক।

অথচ আমেরিকা, ফ্রান্স, জাপান, ইসরায়েল এবং আরও বেশ কিছু প্রভাবশালী ইউরোপীয় দেশের সমর্থনে ভারত এনএসজি–তেও ঘাঁটি গাড়তে চলেছে। এটা যে চিনের পক্ষে কত দুঃসংবাদ তা বর্ণনা না করলেও বোঝা যায়। ভারতের এভাবে জাতে ওঠা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না বেজিংয়ের চালকরা। তাও একরকম ঢোক গিলতে হচ্ছে তাদের। একপ্রকার তেতো ওষুধ গেলার মতো করে তাদের এই ব্যবস্থা মেনে নিতে হচ্ছে। কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সমর্থন তো ভারত পেয়েই বসে আছে। তাই মনের গোসা আপাতত মনের সিন্দুকে রেখে নতুন নতুন কৌশল বের করতে উদ্যত চিন। আসলে শয়নে– জাগরণে সবসময় ভারতের পিছনে কিভাবে লেগে থাকা চায় সেই চিন্তাতেই তো মশগুল থাকে চিনারা। নিজেদের প্রখর বুদ্ধিমান ভাবা চিনেদের খেয়ালে এটা সর্বদা ঘোরাফেরা করছে যে চিনের পরে জনসংখ্যা কিংবা মেধার বিচারে ভারতের গুরুত্ব কোনও অংশে কম নয়। ফলে এই জায়গা থেকেই তাদের মনে সর্বদা এই চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে কিভাবে ভারতের আগুয়ান রথকে আটকে দেওয়া যায়। এমন অনেক ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে চিনা আধিপত্য খর্ব করতে ভারতের বাজার মারাত্মক ভালো। চিনকে এদিকে ভারতীয়রা টেক্কা দিয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র প্রতিভার জোরে। বলাবাহুল্য মেধার গুণগত তারতম্যে চিনকে অনেক

ক্ষেত্রেই পিছনের সারিতে ঠেলে দিচ্ছে ভারত। এই যেমন ওষুধ সেক্টর। এখানে রিসার্চ ইউনিটের গুরুত্ব ব্যাপক। আর এই গবেষণার যাবতীয় কর্মকাণ্ডে ভারতীয়দের চাহিদা এতটাই বেশি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ফ্রান্সের মতো উন্নত দেশে ভারতের প্রতিভাধরদের লুফে নিয়ে যায় এইসব দেশের মাল্টিবিলিনিয়র সব কোম্পানি। আগে এই ক্ষেত্রে চিনের একটা পরিসর ছিল। সেখানে এখন ভারতের আধিপত্য কিভাবে মেনে নিতে পারে চিন!

আসল জায়গাটা হল ভারতের মেধার জোর গিয়ে চিনা প্রাচীরের ইগোতে ধাক্কা দিয়েছে। তাই ভারতকে চাপে রাখতে রাতদিন এক মন্ত্র জপে চলেছে ক্ষুদে চোখের অধিকারীরা। ভারতের অন্দরে যেভাবে হোক অস্থিরতা সৃষ্টিকে পাখির মোতায়েন যেভাবে বাড়তে শুরু করেছে তাতে ভালো বোঝা যাচ্ছে কতটা বৈরিতা চিনাদের ভিতরে লালিত হচ্ছে। এইসব জট থেকে ভারতকে টেনে নিয়ে যেতে এদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীও দিনরাত এক করে সজাগ নজর রাখছে। তার ওপর আমেরিকার সঙ্গে লবির ক্ষেত্রে ভারতের এই অগ্রগতি বিজেপির আমলে সবসময়েই আলাদা মাত্রা পায়। এটা আজকের অভিজ্ঞতা থেকে উঠে আসা নয়, অতীতেও বারংবার পরিস্ফুট হয়েছে। অটলবিহারি বাজপেয়ী যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখনও আমেরিকার কাছে যাওয়ার ব্যাপারে ভারতের তাগিদ অনুভূত হয়েছে। এমনিতে এ দেশ দীর্ঘ দিন ধরে জাতীয় কংগ্রেসের শাসনাধীন ছিল। স্বাধীনতার ৭০ বছর কেটে যাওয়ার পর যদি হিসাবের খাতা মেলাতে যান দেখা যাবে অধিকাংশ সময়ই দিল্লির গদিতে আসীয়ান ছিল কংগ্রেস। আরও ভেঙে বললে, গান্ধি নেহেরু পরিবারের দ্বারা বেশিরভাগ সময়ে কুক্ষিগত থেকেছে দিল্লির দরবার। সেই জায়গা থেকেই রাশিয়া বা পূর্বতন ইউএসএসআর (সোভিয়েত রাশিয়া)–এর ঘনিষ্ঠ হয়েছে কংগ্রেস তথা ভারত। জওহরলালের রাশিয়া প্রীতি থেকেই এই বন্ধুত্বের উদ্ভব। তাতে কাজের কাজ কিছু হয়েছে কি না সেটা দেখতে গেলে বোঝা যায় ভারতের ভাঁড়ার কার্যত শূন্য থেকেছে। সেদিক থেকে বিজেপি যদি দুনিয়ার প্রবলতম শক্তি আমেরিকার সঙ্গে মৈত্রী গড়ে ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় তাতে তো কোনও দোষ নেই। রাশিয়ার জুজু দেখানোর থেকে আমেরিকার সদ্ভাব অনেকটাই ভালো। এই লবি পরিবর্তনের যে কাজটা মোদিজী সুচারুভাবে করছেন তাতে কোণঠাসা করা যাচ্ছে ভারতের সবথেকে শত্রু দেশ চিনকে।

উল্লেখ্য, এই প্রেক্ষাপটে আবার ভারত, আমেরিকা, জার্মানি, ফ্রান্স, ইসরায়েল প্রভৃতি দেশ যদি এক রেখায় চলে আসে তবে উল্টো দিকে বিরোধী শিবিরে চিন, পাকিস্তানের সঙ্গে অদ্ভুত ভাবে ত্র্যহস্পর্শ গড়ছে ভারতের পূর্বতন বন্ধু রাশিয়া। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার থেকে ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নতি আদৌ হয়েছে কি না তাও বিশেষ ভাবনার বিষয়। অথচ আমেরিকার সঙ্গে আজকের যে সন্ধি মোদি গড়ে তুলছেন তার সোপান কিন্তু বহু বছর আগেই গড়ে উঠেছিল আরও এক নরেন্দ্র আমাদের পূজিত স্বামী বিবেকানন্দের হাত ধরে। ভারতকে গোটা দুনিয়ার কাছে উন্নতশির করে তুলতে স্বামীজি বেছে নিয়েছিলেন এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরকে। অদ্ভুত এক ঐতিহাসিক সমাপনে আজকের নরেন্দ্র মোদিজী সেই আমেরিকাতেই ফের একবার ভারতের মস্তক উন্নত করে তুললেন। এর মাধ্যমে চৈনিক বৈরিতাকে যেমন দূরে ঠেলে সরানো গেল তেমনই পড়শী দেশ পাকিস্তানকে সবক শেখানো গেল তারা যেন মাত্রা না ছাড়ায়।

পাঠকের কলমে

স্বাধীনতার ক্ষীর কার জন্য?

অনেক প্রাণের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি তাতে প্রকৃত লাভবান কারা? এক কথায় উত্তর– স্বাধীনতার ক্ষীর শুধু নেতাদের জন্যই বরাদ্দ। ওরা লুটেপুটে ওই ক্ষীর খেয়ে ফুলে ফেঁপে ঢোল। আমাদের জন্য বরাদ্দ যা থাকে তা ওদের উচ্ছিষ্ট অংশ ছাড়া আর কিছু নয়। রাজনীতির ব্যবসা করে ওরা কোটি কোটি টাকা রোজগার করে। ভোটের সময় নেতাদের বিত্তের সাদা টাকার কথা জানা যায়। কিন্তু কালো টাকা যা অন্ধকারের আবর্তে থাকে তার হিসাব জানা যায় না। রাজনীতির ব্যবসার মূলধন— চুরি–ডাকাতি, খুন, লাম্পট্য, ব্যভিচার, কদাচার, গুন্ডামি, মস্তানি ইত্যাদি যত অনাসৃষ্টির কাজ। এই টাকা রোজগারের জন্যই তো রাজনীতির ব্যবসা জনপ্রিয়তার শীর্ষস্থানে রয়েছে। এ ব্যবসায় কিছুমাত্র সততা থাকে না। থাকে উন্নয়নের ফিরিস্তি। নিজের ঢাক নিজে পিটিয়ে নেতাদের বলতে হয় তারা কত বড় জনগণের সেবক! ভোটের আগে ওরা ভিখারির পায়ে তেল মাখায়, ভোটের পর ফিরেও তাকায় না। সাম্প্রতিক ভোটের আগে স্বাধীনতার ক্ষীর খাবার জন্য নেতাদের কতই না খাটাখাটুনি গেল! অত্যাধিক গরম তুচ্ছ করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালেন। ভোটের পর আর কি তাদের পাওয়া যাবে?

সবিতা ধর, বেহালা

বহু কর্মচারী যথাসময়ে বেতন পায় না। অনেক শিক্ষকও মাইনে পায় না ঠিক সময়ে। ফলে তাদের জীবন কষ্টে অতিবাহিত হয়। ৬০ বছর হলে সবার কপালে কর্মচ্যুতির খাঁড়া নেমে আসে। এই খাঁড়া নেতাদের ঘাড়ে কোপ বসায় না। ১০০ বছরের কর্মক্ষম বুড়ো–হাবড়া হলেও তাদের মন্ত্রী হতে বাধা নেই। নেতাদের বেতন যথাসময়েই হয়। দিনে দিনে তাদের বেতন আকাশ চুড়ায় ঘর বাঁধে। নেতাদের গাড়ি ভাড়া লাগে না। প্রায় বিনি পয়সায় খায়। তবু তাদের লালসা মেটে না। কেবলই চুরি–ডাকাতি করে পুঁজি বাড়ায়। ওদের চরিত্রে দোষ নেই, সব দোষ আমাদের মতন হতভাগ্য মানুষের জন্য।

মানসী দে, ব্যারাকপুর

আগে একটা প্রবাদ ভারত তথা বাংলার রাজনীতির ক্ষেত্রে কথিত ছিল যে খরা, বন্যা, মহামারি ইত্যাদি সঙ্কট মানেই নেতাদের পকেট ভরার রাস্তা তৈরি হওয়া। আগে রাজনৈতিক নেতারা ছিলেন ত্যাগী। এখন তারা চরম ভোগী।

বর্ষা নস্কর, বারুইপুর

বিকল্প ভাবনায় রাজ্যে বর্ষাকালীন পেঁয়াজ চাষ

সব্যসাচী সান্যাল

সরকারি ভর্তুকি আর ন্যুনতম সমর্থন মূল্য থাকলেই কৃষিতে সব সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এইজন্য কৃষকদের বিকল্প চাষের ভাবনাকেই প্রাধান্য দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে কেন্দ্রের মোদি সরকার। খরচ কমানো এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উন্নত প্রথায় চাষের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন প্রকল্পে বিকল্প কোনও কিছু চাষ করলে সরকারের ভর্তুকি মিলবে।এই রাজ্যেও কৃষি ও কৃষকদের উন্নতির জন্য বেশ কিছু কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিকল্প চাষের চিন্তাভাবনা থেকে উঠে এসেছে এই রাজ্যে বর্ষাকালীন পেঁয়াজ চাষ যা যথেষ্ট লাভজনক। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সবজির মধ্যে গৃহস্থের কাছে পেঁয়াজের যথেষ্ট কদর যা কাঁচা বা বিভিন্ন পদ রান্নায় একান্ত জরুরি। এর মূল্য বৃদ্ধি ঘটলে সব শ্রেণির মানুষের কাছে দুশ্চিন্তার কারণ হয়। রাজ্যে সবজিটি মূলত রবি মরশুমে চাষ করা হয়। এই বছর আবহাওয়া অনুকূল না থাকায় ফলন অনেক কম হয়েছে তার ওপর আবার পেঁয়াজ ওঠার আগে এক পশলা বৃষ্টির ফলে গুণগত মান খারাপ হয়ে গিয়েছে যা দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা মুস্কিল হয়ে যাবে। তা ছাড়া এখানে পেয়াঁজ সংরক্ষণাগার পর্যাপ্ত পরিমাণে তৈরি হয়নি। এর ওপর আবার মরশুমে পেঁয়াজ ওঠার সময় অন্য রাজ্যে ব্যাপক চালান হওয়ার ফলে আগামীদিনে রাজ্যে প্রয়োজনীয় জোগানের অভাব ঘটবে। এর দামও এ বছরের দুর্গাপুজোর আগে যথেষ্ট বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। রবি মরশুমে পেঁয়াজের চাষের আওতায় জমি কম থাকার জন্য এবং এবছরের উৎপাদন কম হওয়ার জন্য আগামী কার্তিক অগ্রহায়ণ মাস থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত অন্য রাজ্যের সরবরাহের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল থাকতে হবে। অথচ কয়েক বছর পরীক্ষা নিরীক্ষায় দেখা গিয়েছে বেশ কিছু জেলায় আবহাওয়া বর্ষাকালীন পেঁয়াজের চাষের পক্ষে উপযুক্ত। পরিবর্ত ফসল হিসাবে রাজ্যে এই চাষটিকে লাভজনক করার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। পেঁয়াজের দাম সাধারণত নির্ভর করে কর্ণাটক, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্রের ফলনের ওপর। আমাদের পাশের রাজ্য ওড়িশায় এ বছরে প্রায় চার হাজার হেক্টর জমি বর্ষাকালীন পেঁয়াজ চাষের আওতায় আনার ব্যাপক কৃষি পরিকল্পনা করেছে। এই রাজ্যেও ব্যক্তিগত উদ্যোগে গত বছর ৭৫০ হেক্টর জমিতে বর্ষার পেঁয়াজ চাষ করা হয়েছিল। এবছরও উদ্যানপালন দপ্তরের তরফ থেকে নির্দিষ্ট কিছু জেলাতে উঁচু জমিতে যেখানে বর্ষায় জল দাড়াঁয়না অর্থাৎ জমি থেকে অতিরিক্ত জল নিকাশির ব্যবস্থা আছে এবং বর্ষার পেয়াঁজ চাষের পক্ষে উপযুক্ত সেখানে এই চাষের আওতায় আরও জমি আনার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। অতি বৃষ্টির জন্য বর্ষাকালীন পেঁয়াজ চাষ নিয়ে নানা অসুবিধা থাকতে পারে বিশেষ করে বর্ষার কারণে বীজতলা থেকে চারা তৈরি করতে একটু বেশি পরিশ্রম করতে হয় এবং বৃষ্টির হাত থেকে চারা বাঁচানোর জন্য পলিথিনের ছাউনি এবং যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। বীজ থেকে চারা তৈরি করে ৫০ দিনের পর মূল জমিতে বসানোর পর যথেষ্ট ভালো পরিচর্যার প্রয়োজন। এইসময় রোগপোকার আক্রমণ কম হয় বলে কীটপতঙ্গের হাত থেকে ফসল রক্ষা পায় এবং এতে ফলনের বৃদ্ধি ঘটে। সেচের প্রয়োজন প্রায় পড়েনা। তবে আগাছা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সবসময় দৃষ্টি দেওয়া জরুরি।আগাছা দমনের জন্য ওষুধ প্রয়োগ জরুরি। জৈব সার বেশি প্রয়োগের জন্য রাসায়নিক সার কম লাগে। সব মিলিয়ে রবি মরশুমের চাষের থেকে খরচ অনেক কম। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে ঠিকমত পরিচর্যা উপযুক্ত উন্নত প্রজাতির বীজ যেমন এগ্রিফাউন্ড ডার্করেড জাতের

চাষ করলে বর্ষাকালীন পেঁয়াজ শীতকালীন চাষের থেকে অনেক বেশি লাভবান হওয়া যায়। ভাল বীজের অত্যধিক দাম, সেচ, পরিচর্যার মজুরি ও চাষের বিভিন্ন খাতে খরচ অত্যন্ত বেশি থাকে। তারপর শীত না পড়লে কন্দের ভাল রকমের বৃদ্ধি ঘটে না এবং ফলন অনেকাংশে কমে যায়। এর ওপর মরশুমের শুরুতে আড়তদাররা কারসাজি করে দাম নিয়ন্ত্রণ করে রাখে যাতে চাষিকে কম মূল্যে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হয়। মরশুমে পেঁয়াজ ওঠার সময় রাজ্য সরকারের বাজারের দামের ওপর নিয়ন্ত্রণ না থাকায় চাষিকে অনেক কম মূল্যে বিক্রি করতে হয় তাতে চাষের খরচ অনেক সময় ওঠেনা। বর্ষার পেঁয়াজ চাষের বীজ বপনের উপযুক্ত সময় আষাঢ় মাসের শেষ পর্যন্ত। জাত অনুসারে চারার বয়স ৫০ দিনের কাছকাছি হলেই ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি থেকে আশ্বিন মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত মূল জমিতে চারা লাগানোর প্রকৃষ্ট সময় তখন বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমে আসে। এর পর প্রায় আড়াই মাস মানে কার্তিক মাসের মাঝামাঝি থেকে অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত ফসল উঠে যায়। এই সময় থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত পেঁয়াজের দাম বেশ ভালই থাকে। ফলন যা হয় তা থেকে ওই সময় ভাল লাভই হয়। বিঘা প্রতি গড় ফল ২৫–৩০ কুইন্টল। ওই সময় চাহিদা তুঙ্গে থাকায় সংরক্ষণ করার প্রয়োজন পড়েনা। তাছাড়া বর্ষার পেঁয়াজ বেশি দিন সংরক্ষণের পক্ষে উপযুক্ত হয়না। এর সাথে সাথে অন্য রাজ্যের সরবরাহের প্রতি নির্ভরতা অনেকটা কমবে। রাজ্যের চাষিদের ভাল বীজ, উপযুক্ত কৃষিযন্ত্রপাতি, আর্থিক সহায়তা, সঠিক পরিচর্যা, কৃষি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ও উপযুক্ত শস্যবিমার ব্যবস্থা করে এই চাষটিকে গ্রহণযোগ্য করে তোলা যায়। বর্তমান শস্য বিমার পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন আনা দরকার। বর্তমান বিমা ব্যবস্থা খাতায় কলমে আছে কিন্তু বর্তমান নিয়মে বাস্তবিক ক্ষেত্রে যে ধরনের কাগজপত্র লাগে তা সকলের পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব হয়না এবং যারা জমির মালিক নয় অথচ চুক্তি চাষে আগ্রহী তারা বিমা তালিকাভুক্ত হতে পারে না। এই বিষয়টায় সরকারের আইনকানুনের পরিবর্তনের প্রয়োজন যাতে জমির মালিক ছাড়া চুক্তি চাষের আগ্রহী ব্যক্তিরা শস্য বিমার আওতায় আসতে পারে। বাজারের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ একান্ত প্রয়োজন। ফসল উঠার পর বিভিন্ন হাত ঘুরে যখন প্রকৃত ক্রেতার কাছে আসে তখন দাম স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যায় কিন্তু চাষি ফসলের ন্যায্য দাম পায় না। বিপণনের ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক হওয়া প্রয়োজন। পরিশেষে সরকারের কৃষি পরিকল্পনা সময়োপযোগী, দ্রুত এবং বাস্তবসম্মত হওয়া প্রয়োজন না হলে চাষিরা ফসল তৈরি থেকে ভর্তুকির ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে থাকবে এবং চাষবাসকে একটা লাভজনক ব্যবসা হিসাবে তৈরি করার ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ঘটবে। মুর্শিদাবাদ, নদিয়া , বাঁকুড়া, বর্ধমান জেলার উঁচু জমিতে চাষিদের মধ্যে ধীরে ধীরে বর্ষার পেঁয়াজ চাষ নিয়ে আগ্রহ বাড়ছে। যে সমস্ত চাষিরা বর্ষার পেঁয়াজ চাষে আগ্রহী তারা জেলার উদ্যান পালন দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

(আগামী সংখ্যায় বর্ষার পেঁয়াজ চাষ নিয়ে আরো তথ্য এবং বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে তথ্যভিত্তিক আলোচনা প্রকাশ করা হবে)

হুগলির চাষিদের মাথায় হাত

নিজস্ব সংবাদদাতা: অত্যধিক গরম ও কম ফলনের জন্য পেঁয়াজ, ঢ্যাঁড়শ, ঝিঙে, ইত্যাদি চাষে ব্যাপক লোকসানের মুখোমুখি হচ্ছে চাষিরা। হুগলি জেলার বলাগড়ের বেলগাছি অঞ্চলের চাষি অমিত কুমার মন্ডল বলেন তাঁর প্রায় ১২ বিঘা চাষের জমি রয়েছে। সেখানে সুখসাগর প্রজাতির পেঁয়াজ চাষ হয়। কিন্তু এইবার অনুকূল আবহাওয়া না থাকায় ও অসময়ে বৃষ্টি হওয়ায় পেঁয়াজের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এর পাশাপাশি পেঁয়াজের ফলন গতবারের তুলনায় এইবার অনেক কম হয়েছে বলেও তিনি আক্ষেপ করেন। গতবার বিঘা প্রতি পেঁয়াজের ফলন ছিল প্রায় ১০০ মন। এইবার তার তুলনায় প্রায় ৪০ মন পেঁয়াজ কম হয়েছে। উপরন্তু পেঁয়াজ ষ্টোরে রাখলে তা পচে যাচ্ছে। তাই পাইকারিতে পেঁয়াজ মন প্রতি প্রায় ২৫০–৩০০ টাকা (অর্থাৎ ১ মন ৪০ কেজি, কেজি প্রতি দাম ৬.০০–৭.৫০ টাকা) দামে বিক্রি করছি বলে আক্ষেপের সঙ্গে জানান অমিতবাবু। গতবার এই পেঁয়াজ এর থেকে বেশি দামে পাইকারি বাজারে বিক্রি হয়েছিল। পেঁয়াজের পাশাপাশি ঢ্যাঁড়শ, ঝিঙের অবস্থাও তথৈবচ। হুগলি জেলার পান্ডুয়া ব্লকের আরেক চাষি শেখ মহিউদ্দিন জানান, এইবার ঢ্যাঁড়শ, ঝিঙের ফলন কম হওয়ার পাশাপাশি বাজারেও এর খুব একটা চাহিদা নেই। তাই পাল্লা পিছু (১ পাল্লা ৫ কে.জি.) পাইকারি বাজারে ঢ্যাঁড়শ, ঝিঙে বিক্রি হচ্ছে প্রায় ২০ টাকা, ৩০ টাকা দামে। অর্থাৎ কে.জি. প্রতি দাম মাত্র ৪.০০–৬.০০ টাকা। চাষিদের আক্ষেপ এইভাবে লোকসান মাথায় নিয়ে ফসল বিক্রি করলে চাষে লাভ থাকাতো দূরের কথা চাষের খরচাও উঠবে না।

মন খারাপ অমিত মণ্ডলের

রেলগেটে মৃত্যু, উত্তপ্ত মল্লারপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি : সকালবেলায় মোটরবাইকে করে ফতেপুরে নিজের বাড়ি থেকে তারাপীঠে মাল দিতে যাচ্ছিল আজাদ মুন্সি। ১৪ জুন সকাল ৯টা ৫০ মিনিট নাগাদ রেলগেট অনেকক্ষণ বন্ধ থাকার পর খুলতেই একটি মদ্যপ চালকের ডাম্পার বেপরোয়াভাবে ধাক্কা মারে আজাদকে। চাকার তলায় মাথা চেপ্টে যায় তার। হাতে নাতে ধরা পড়ে চালকসহ ডাম্পার। মল্লারপুর রেলগেটের উপর ডাম্পারটিকে দাঁড় করিয়ে মদ্যপ চালককে আরম্ভ হয় প্রচন্ড মারধর। ৫০০ মিটার দূরের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের চেকপোস্টে আগুন ধরিয়ে দেয় উন্মত্ত জনতা। পুলিশ এলে পুলিশের সঙ্গে শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি। রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় মল্লারপুর রেলগেট চত্বর। রেললাইনের উপর ডাম্পার দাঁড়িয়ে থাকায় প্রায় ঘন্টা দুই ব্যাহত হয় ট্রেন চলাচল। বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে ডাউন কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, আপ বর্ধমান–সাহেবগঞ্জ প্যাসেঞ্জার। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় রেলপুলিশের সাঁইথিয়া থানার ওসি বিকাশ মুখোপাধ্যায়, রামপুরহাটের এস আই দেবী গোপাল কুন্ডু, এসডিপিও (রামপুরহাট) কমল বৈরাগ্য। ডাম্পার চালককে উদ্ধার করে পুলিশ। মৃতের পরিবারের ক্ষতিপূরণের দাবি তোলে উত্তেজিত জনতা। তাদের তিনটে দাবি প্রথমত, স্কুল, অফিস টাইমে পুলিশকে রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, রেলগেট পেরবার সময় খালাসিকে গাড়ি থেকে নেমে ধীরগতিতে রেলগেট পার করতে হবে। তৃতীয়ত, রেল লাইনের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাথর ঠিক জায়গায় বিছিয়ে দিতে হবে। পুলিশ কর্তারা আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

বীরভূমের টুকিটাকি

● বিয়ের অনুষ্ঠানে বোলপুর ১ নম্বর ওয়ার্ডে গরম জলে শিশুকন্যাকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠল মদ্যপ যুবক সোনাই মাড্ডির বিরুদ্ধে। মৃত শিশুকন্যার নাম রিনা বাস্কি (৩ বছর)।

● বালিজুড়ি পঞ্চায়েতের পাঁচপুকুর গ্রামে রান্না না হওয়ায় অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রে বিক্ষোভ।

● সিউড়িতে বাজ পড়ে নষ্ট তিনটি ট্রান্সফর্মার। সিউড়ি ইলেট্রিক অফিসে ভাঙচুর করা হয়।

● ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু হায়নার।

● শান্তিনিকেতনে গাছ পড়ে ব্যাহত যোগাযোগ।

● ১০ জুন বিয়ের দিন মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু পাত্র গোপাল মহান্ত (৩০ বছর) চন্দ্রভাগার কাছে। পাত্রী বৈশাখী দাস চন্দ্রপুরের অঙ্গনওয়ারি কর্মী। বক্রেশ্বর ধামে দুপুরে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল কিন্তু তার আগেই সকালে ঘটে দুর্ঘটনা। 'বরের বেশে' শ্মশানে যায় গোপালের নিথর দেহ। শোকস্তব্ধ গোটা পানুড়িয়া গ্রাম।

● লায়েকপুর গ্রামে গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে আগুনে ভস্মীভূত ৬টি বাড়ি।

● ৮ জুন গভীর রাতে রামপুরহাট ৩ নম্বর ওয়ার্ডে শিশুপুত্রের সামনে মায়ের মুখে বিষ ঢেলে খুন করার অভিযোগ উঠল দুই দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। মৃত গৃহবধূর নাম চুমকি মাল। অভিযুক্ত শেখ গিয়াস ও শেখ জিৎ।

● কলকাতা ঢোকার মুখে দুর্ঘটনায় মারা গেল চিনপাই গ্রামের আদিবাসী পাড়ার ১৬ বছরের কিশোর।

● সিউড়ি শহরে অটোচালকদের বিক্ষোভ অব্যাহত। আমোদপুরের হরিপুরে স্ত্রীকে মারধরের অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

আধার কার্ড উদ্ধার সাসপেন্ড পোস্ট মাস্টার

অভীক মিত্র : ২৮ মে সন্ধ্যায় সেকেড়া গ্রামে আধার কার্ড, এটিএম কার্ড, প্যান কার্ড উদ্ধার হয়। মকদমনগর পোস্ট অফিসে নেই স্থায়ী পিওন। ২০১৩ সাল থেকে কাজে যোগ দেয় দেবব্রত সাধু। ২৮টি গ্রামের মধ্যে সেকেড়া সহ ১৫টি গ্রামের দায়িত্ব পায় চিঠি বিলির। শনি ও রবিবার সার গাদায় শতাধিক আধার উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়ায়। ভাঙচুর করা হয় দেবব্রতর মকদমনগরের বাড়িতে। ৩০ মে মকদমনগরে তদন্তে আসেন মহম্মদবাজার ব্লকের জয়েন্ট বিডিও সজলকুমার চক্রবর্তী। সোমবার ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ডাক বিভাগের রামপুরহাট মহকুমার ইন্সপেক্টর মনোজ সিংহ। সোমবার বন্ধ থাকে পোস্ট অফিস। শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত খোঁজ নেই পিতলের। মঙ্গলবারে সাসপেন্ড মকদমনগরের পোস্ট মাস্টার। মহম্মদ ওয়াসিম আক্রম অন্যদিকে, ২৪ প্রহর, সার্কাস ও মেলায় মাতোয়ারা বীরভূম। ২ সপ্তাহ ব্যাপী সার্কাস চলে চিনপাইতে। চিনপাইয়ের কালীতলা মাঠে হয়ে ২৪ প্রহরের মেলা। কুলকার্নি নদীর তীরে লোকনাথ বাবার ভোগ খাওয়ানো হয়। চিনপাই পঞ্চায়েতের তাপাসপুর গ্রামে লোকনাথ বাবার ভোগ খাওয়ানো হয়। সেলারপুর, তাপাসপুর, এলেমা, সাঁইথিয়ায় হয়ে গেল ২৪ প্রহর ও মেলা। বাজরাপুর, শড়িধ্যা হয়ে গেল হরিনাম সংকীর্তন ২৪ প্রহর। ভালোবেসে বিয়ে করতে চাওয়া সত্ত্বেও আক্রান্ত ৭ লক্ষ টাকা পণ চাওয়ায় আত্মঘাতী কনে বিউটি মন্ডল। বোলপুরের যদুপুর গ্রামে। অভিযুক্ত বর নয়নদাস বৈরাগ্য। পায়ের গ্রামে ৬ দিনের ২৪ প্রহর, মেলা হয়ে গেল। কুমিলা ও চিনপাই গ্রামে হয়ে গেল ধরমপুজো, খেড়ুয়ায় জলে ডুবে মৃত্যু ৫ বছরের শিশু। সার গাদা থেকে আধার কার্ড উদ্ধারে শেষমেষ বেগতিক বুঝে সাসপেন্ড করা হল অভিযুক্ত পোস্ট মাস্টারকে।

দুর্ঘটনায় মৃত ২

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : গত ১৩ জুন সোমবার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটো ও ম্যাটাডোর মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে মৃত্যু হয় ২ জনের। মৃতরা হলেন বাসন্তীর ফুলবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা মীনাক্ষী ওঝা (৩৯) ও আমবাড়ির বাসিন্দা খইরুম লস্কর (৪৫)। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার মাতলা ব্রিজ সংলগ্ন ডকঘাট এলাকায়। খইরুল লস্কর ও জখম যাত্রীদের স্থানীয় মানুষজন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। জখম শিক্ষিকা মীনাক্ষী ওঝার অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা তাকে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। মাঝপথে তার মৃত্যু হয়। গাড়ির চালক দুজনেই পলাতক। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

ছাত্র–ছাত্রীদের জুতো বিতরণ কুলপিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ১৬ জুন বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি ব্লকের দক্ষিণ গাজিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঁশবেড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১০০ জন ছাত্র–ছাত্রীকে জুতো বিতরণ করেন কুলপি কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার। তিনি বলেন বহু ছাত্র–ছাত্রী আছে যাদের জুতো কেনার সামর্থ নেই। তাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্যের স্কুলগুলিতে ছাত্র–ছাত্রীদের জুতো বিতরণ করা হচ্ছে। আগামীদিনে এই ব্লকের সমস্ত স্কুলগুলিতে ছাত্র–ছাত্রীদের জুতো বিতরণ করা হবে।

বাঁশবেড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল রহিম মোল্লা রাজ্য সরকারের এমন ধরণের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। ছাত্র–ছাত্রীদের পায়ের জুতো খুবই প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যের পক্ষে। এমনকি এই স্কুলের ছাত্র–ছাত্রীদের সাবান দিয়ে হাত ধোয়া অভ্যাস করা হয়েছে এবং স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন করে তোলা হচ্ছে। এ দিনের অনুষ্ঠানে ছাত্র–ছাত্রী এবং অভিভাবকদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
BARUIPUR DEVELOPMENT BLOCK
PIYALI TOWN,BARUIPUR,SOUTH **24** PARGANAS

ADVERTISEMENT

NIT NO: 03/BDB OF 2015–2016
MEMO NO: 1495/BDB dt. 16.06.2016

Sealed Quotations are invited from bonafide and experienced contractors and registered co–operative societies for supply of Plates & Glasses for the Schools under Baruipur Development Block.

A) Date and time of issuing Quotation paper : **01/07/2016** between **11.00**AM to **3.00** PM

B) Last Date and time for receiving of tender form : **05/07/2016** within **02.00**PM

C) Last Date and time of Opening of tender form: **06/07/2016** at **03.00**PM

FOR FURTHER DETAIL THE OFFICIAL WEBSITE OF THIS ESTABLISHMENT (www.baruipurdevblock.org) OR THE UNDERSIGNED MAY BE CONTACTED

BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
BARUIPUR DEVELOPMENT BLOCK

হ্যাং ওভার

রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন শেষ হয়ে ফলও প্রকাশিত হয়েছে অনেকদিন হল। এমনকি বিধানসভা ও সরকার সবই গঠিত হয়ে গিয়েছে। মন্ত্রীরা দপ্তরের কাজও বুঝে নিয়েছেন। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি নির্বাচনের হ্যাংওভার এখনও কাটে নি। রাজনৈতিক দলগুলি বসেছে বিশ্লেষণে। কোথায় হার, কেন হার! প্রশাসনে নির্বাচন পরবর্তী রদবদল। পাড়ায় পাড়ায় ঝামেলা ঝঞ্ঝাট। চায়ের দোকান, রেস্তরাঁ, অফিস, কাছারিতে নির্বাচনের নানা গুঞ্জন এখনও গুন গুন করছে। সরকারি অফিসে নির্বাচনের পরেই মুখ্যমন্ত্রী দিদির ভাতা নিয়ে কাটা ছেঁড়া যেমন চলছেই। তেমনি হ্যাংওভার কাটে নি সাংবাদিকদেরও। তাঁদের নজর এখন ভোটের গন্ধ মাখা ঘটনার দিকে। কি ঘটেছিল ভোটের দিন, কিভাবে কাটল ভোট গননা পর্যন্ত মাঝে কটা দিন, ফল বেরোতেই কেমন ছিল বাংলার রূপ। এখনও পাড়ায় পাড়ায় কে কি বলছে সবেতেই শ্যেন দৃষ্টি তাঁদের। এমনই সব নজরদারি লেখা উঠে আসবে এই কলমে। চলবে হ্যাংওভার না কাটা পর্যন্ত।

অস্তিত্ব সংকটে কংগ্রেস, উল্লসিত বিজেপি ও তৃণমূল শিবির

সুজয় সাঁধুখা

সময়টা খুব একটা ভাল যাচ্ছে না কংগ্রেসের হাইকমান্ড সোনিয়া গান্ধি ও তার পুত্র রাহুল গান্ধির। একের পর এক দলের নিচু তলার কর্মী ও নেতারা যোগ দিচ্ছেন বিজেপি, সমাজবাদী পার্টি, তৃণমূল বা নানা আঞ্চলিক দলে। যা ২০১৯ –এ লোকসভা ভোটের জন্য মোটেও সুখবর নয় কংগ্রেসের অন্দরে। ২০১৬-র বিধানসভা ভোটে চিরশত্রু বামেদের সঙ্গে হাতে হাত ধরলেও ফলাফলের দিন দেখা গেল পুরো ল্যাজেগোবরে অবস্থা দুইদলের নেতাদের। সারদা থেকে নারদা, উড়ালপুল থেকে সিন্ডিকেটের মতো কেলেঙ্কারিকে সামনে রেখে দিল্লির যুবরাজ পার্কসার্কাসের ময়দানে বুদ্ধদেবকে বগলদাবা করে যেভাবে মমতার সাদা শাড়িতে কালি ছেটাতে মাঠে নেমেছিলেন তা আমরা সবাই দেখেছি। এবং ভোটের ফলাফলের পরে সেই কালি যেভাবে ঘুরিয়ে নিজেদের গায়ে মাখামাখি করলেন দুই দলের নেতারা তা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ নিজেদের মনে গেঁথে রাখলেন। তবে হ্যাঁ পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভোটের নিরিখে প্রধান বিরোধী শক্তি হিসাবে নিজেদের ঘাঁটি শক্ত করলেও অসম ও কেরালাতে সরকার গঠন করার ইচ্ছে মাঠে মারা গেল কংগ্রেসের। এবং তার সাথে সাথে ইদানিং সবচেয়ে বড় ধাক্কা ত্রিপুরায়। গত ৭ জুন ত্রিপুরার ৬ জন বিধায়কের কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান কংগ্রেসের অন্দরে বড়সড় চিড় ধরাবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কারণ, ১০ জন বিধায়কদের মধ্যে ৬ জন ইস্তফা দেওয়ায় ত্রিপুরায় তৃণমূল কংগ্রেসই হতে চলেছে প্রধান বিরোধী দল। কেরালায় কুস্তি আর বাংলার দোস্তি ফর্মুলা মেনে নিতে পারেনি ত্রিপুরার কংগ্রেস বিধায়কদের একাংশ।

এছাড়াও বেশ কিছুদিন ধরে ছত্তিশগড়, উত্তরাখন্ড, মেঘালয়, ত্রিপুরা এবং মহারাষ্ট্রে দল ছাড়ার হিড়িক দেখা গিয়েছে কংগ্রেসের একাংশের মধ্যে। তার সাথে সাথে ১১ জুন রাজ্যসভাতেও কংগ্রেসের শক্তিক্ষয় অব্যহত। সংকটজনক অবস্থা কংগ্রেসের। আগে রাজ্যসভাতে কংগ্রেসের শক্তি ছিল ৬৪ আর এখন এক ধাক্কায় নেমে ৫৭তে ঠেকেছে।

অন্যদিকে বিজেপির এতদিন পর্যন্ত রাজ্যসভায় ছিল ৪৯ জন

এমপি আর এখন রাজ্যসভায় ৫টি আসন বাড়িয়ে সদস্য সংখ্যা ৫৪তে দাঁড়িয়েছে। যা বিজেপির সংসদীয় দলের পক্ষে অত্যন্ত ইতিবাচক প্রাপ্তি। তার পাশাপাশি ২০১৬ বিধানসভা ভোটের হিসাব করলে দেখা যাচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি তাদের ভোটের শতাংশের হার বাড়িয়েছে এবং অসমে কংগ্রেসের দুর্গে রীতিমতো থাবা বসিয়ে ৫৭টি আসনে জয়লাভ করে। ফলে রাজনৈতিক অঙ্কের হিসাবে বিজেপির ঝুলি যে ধীরে ধীরে পরিপূর্ণ হচ্ছে তা বলা বাহুল্য।

২০১৪ সালের লোকসভা ভোটে মনমোহন সিং সরকারের বিরুদ্ধে বিজেপি দলের সবচেয়ে বড় অভিযোগ ছিল পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি নিয়ে। স্বাধীনতার পর থেকে এদেশে যত বড় বড় দুর্নীতি সামনে এসেছে সবেরই কিন্তু দায় চেপেছে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। যেমন ১৯৫১ সাল থেকে মুদ্রা কেলেঙ্কারি দিয়ে খাতা খোলা শুরু হয়েছিল। ১৯৬০ সালে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী প্রতাপ সিং কাইরো একটা কেলেঙ্কারিতে জড়ান। ১৯৮৭ তে বোফর্স। এরপর চপার দুর্নীতি নিয়ে রাজীব গান্ধির নাম জড়ানো হল। ১৯৯২ থেকে কেলেঙ্কারির আরও বাড়বাড়ন্ত শুরু হল। পাশাপাশি ইসলামি মৌলবাদের বিরুদ্ধেও কংগ্রেস তেমন কড়া পদক্ষেপ করতে পারেনি বলে দীর্ঘদিনের অভিযোগ রয়েছে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। ফলে এই সবকিছুকে অস্ত্র করে ২০১৪ সালে বিপুল সংখ্যক আসন নিয়ে জয়লাভ করে ক্ষমতা দখল করেছিলেন নরেন্দ্র মোদি। এখন পর্যন্ত মোদি সরকারের দুই বছর হয়ে যাওয়ার পরেও দেখা যাচ্ছে আর্থিক কেলেঙ্কারিতে সেইভাবে নাম জড়ায়নি দলের নেতাদের। তবে কিছুদিন আগে মহারাষ্ট্রের বিজেপি সরকারের রাজস্বমন্ত্রী তথা পোড় খাওয়া বিজেপি নেতা একনাথ খাড়সের বিরুদ্ধে দাউদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকার অভিযোগ সামনে আসাতে মোদি–অমিত শাহ জুটি কিছুটা বিড়ম্বনায় পড়েছিলেন।

২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের রণকৌশল নির্মাণ তথা প্রচারের প্রধান সেনাপতি রাহুল হওয়ার পরে একের পর এক রাজ্যে পরাজয় এবং বলা যায় একপ্রকার 'ধস' নেমেছে কংগ্রেসের মধ্যে। আর এর ফলেই বিজেপিও নিশ্চিন্ত। এইরকম যদি প্রবণতা চলতে থাকে তাহলে ২০১৯ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির চ্যালেঞ্জার হিসাবে রাহুল গান্ধি সেইভাবে স্বীকৃত হবে না।

ফলে এখন থেকেই কংগ্রেসের হাইকমান্ড সোনিয়া গান্ধি যদি ঘুঁটি সাজাতে না পারেন তাহলে বামেদের মতই হাল হবে তাদের। ২০১৯ লোকসভা ভোটে যদি আবারও মোদি ফিরে আসেন তাহলে দুই দল অর্থাৎ সিপিএম ও কংগ্রেস (জোট) একই পথের পথিক হয়ে যাবে।

পরিবেশ বিপর্যয় হিংস্র পশুকে বাধ্য করছে লোকালয়ে ঢুকতে

ডঃ প্রণবেশ সান্যাল

বর্তমানে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে দেখা যাচ্ছে বিশ্ব তাপায়নের ফলে বর্ষা আসছে আরও একমাস পরে পরে। জুলাই মাসে বৃষ্টিপাত আগের চাইতে শতকরা ১৫ শতাংশ কমে গিয়েছে অথচ অগস্টে বেড়ে যায় শতকরা ১০ শতাংশ। কারণ তখন বাতাসে বেড়ে যায় জলীয় বাষ্প। কিন্তু তার আগের মাস পর্যন্ত খরায় ধানের চারাগুলো অনেক মরে যায়, কৃষক বর্ষার জল না পেয়ে ব্যবহার করে ভূগর্ভস্থ জল। এমন ঘটনার জন্যে বিশ্বতাপায়নের সাথে ভারতে মরুচাষ ও মরুবন সৃজন অনেকটাই দায়ী। ২০১৬ সালেই মার্চ মাসে এবং এপ্রিলের বেশির ভাগ সময় রাজস্থানের তাপমাত্রা কলকাতার চেয়ে কম ছিল। হাওয়া তাই জলীয় বাষ্প শূন্য ছিল। কালবৈশাখীর দেখা মেলেনি ৪ মে অবধি। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের ভূগর্ভস্থ জলস্তর বেশি কমে গেলে দ্রবীভূত আর্সেনিক যা সাধারণভাবে বিপজ্জনক হয় না সেটাই কম জলে ঘন হয় এবং মানুষের সহনসীমার ওপর গিয়ে ক্ষতিকারক হয়।

বিশ্বতাপায়নের ফলে যেমন ঝড়-ঝঞ্ঝার প্রকোপ বেড়েছে তেমনি স্থলভাগের হিমবাহ গলে এবং সাগরের জল ফেঁপে উঠে বিশ্বের সাগরতল গড়ে ২ মিলিমিটার করে প্রতি বছর বেড়ে উঠছে। উপকূলের যে যে জায়গায় ভূতাত্ত্বিক কারণে ওটা নামা আছে সেখানে সাগরতলের এই ওপরে ওঠার হারও কম বা বেশি হয়। যেমন সুন্দরবনের ক্ষেত্রে বিশ্বের গড় হার থেকে অনেক বেশি হারে জল ওপরে উঠছে। কারণ বাংলা বেসিন ক্রমশ পূব দিকে হেলে যাচ্ছে। অথচ দিঘা বা তামিলনাড়ুর উপকূলে সমুদ্রতলের উপরে ওঠার হার ২ মিলিমিটার থেকে অনেক কম। বঙ্গোপসারের সমুদ্রতল যেভাবে উঁচু হচ্ছে তাতে মনে করা হয় ২০ বছর পর ০.২৫ মিটার উচ্চতা বাড়বে। উপকূলের নদীর জল অনেক দূর পর্যন্ত লবণাক্ত হয়ে উঠবে। সুন্দরবনের নদী নালা মোহনার কাছাকাছি গত তিন দশকে শতকরা ২০ শতাংশ বেশি লোনা হয়েছে। অতএব আর দুদশক পরে আরও ১০-১৫ শতাংশ বেশি হবে। এতে বাঘেরও স্বাস্থ্যহানি ঘটবে। উত্তর দিকে খাড়িগুলোতে লোনা কম বলে সেখানে ভিড় করবে এবং আরও বেশি করে লোকালয়ে ঢুকবে। ১৯৮০-র দশকে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ধারের গ্রামগুলোতে গড়ে বছরে ১২ বার বাঘ ঢুকত। এদিকে ২০০০ থেকে ২০১০ এর দশকে সেই গড় ৪০-এ এসে ঠেকেছে। এছাড়া সাগর সংলগ্ন বাদাবনে ঢাকা দ্বীপগুলোর শতকরা ২০ ভাগ এলাকা গত চার দশকে ডুবে গিয়েছে ফলে কোর এলাকার ভাঙাদুয়ানী, বাঘমারা ইত্যাদি বাঘের জঙ্গল এলাকা সঙ্কুচিত হয়েছে। সুন্দরবনে আরও একটা ব্যাপারে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে আশির দশকে সুন্দরবনের খাড়িতে যত ডলফিন দেখা যেত তার বেশির ভাগই গাঙ্গেয় শুশুক। অথচ এখন প্রায় সব শুশুকই নোনা জল সহনশীল ইরাবতী ডলফিন। তবে নদী, খাড়ির জল আরও লোনা হলে বাগদা চিংড়ির হ্যাচারি করার সুবিধা হবে যা এখন কম লবণাক্ততায় সম্ভব হচ্ছে না। সুন্দরবনে যে ৩৫ শতাংশ এলাকায় এখনও অগভীর নলকূপের মাধ্যমে সেচ করা সম্ভব হচ্ছে তাও ক্রমশ লোনা হয়ে যাবে।

বিজ্ঞানীদের মতে সুন্দরবনের উপর ওয়ার্ড, লায়লা, বান্দু ও ফিয়ান নামে প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটতে পারে। ফলে আগামী দিনে সুন্দরবনকে ভয়াবহ অবস্থার হাত থেকে বাঁচানো যায় তার জন্য সুন্দরবনবাসী হিসাবে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন নচেৎ ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

সাগরতল দ্রুত ওপরে ওঠার ব্যাপারেও মত বিরোধ রয়েছে। যেমন মালদ্বীপের উপকূল ১৯৭২ সাল পর্যন্ত যথেষ্ট দ্রুত ওপরে উঠেছিল বটে কিন্তু তারপর থেকে এই রকম হয়েছে। এছাড়া সাগরতল ওপরে উঠলে Angular Momentum এর কারণে পৃথিবীর আহ্নিক গতি মন্থর হয়ে যাবার কথা। অথচ নাসার মাপ অনুসারে পৃথিবীর আহ্নিক গতি ১৯৭২ সালের পর থেকে আরও দ্রুত হয়ে গিয়েছে। এ থেকে অনুমান করা হচ্ছে যে সারা বিশ্বের সাগরতল উত্তরণের গড় হার ১৯৭২ সাল থেকে আর বাড়েনি।

এসব তো গেল তর্ক বিতর্কের কথা। কিন্তু আমাদের সুন্দরবনের ক্ষেত্রে সমুদ্রতলের উচ্চতা বেড়েই চলেছে। সারা বিশ্বের গড় সমুদ্রতলের উচ্চতা বাড়ার হার যেখানে বছরে ২ মিমি করে সেখানে সুন্দরবনে হল ৫ থেকে ১০ মিমি পর্যন্ত। এর ফলে আগেই বলেছি যে খাড়ি এবং ভূগর্ভস্থ জলস্তর ক্রমশ লবনাক্ত হয়ে যাচ্ছে। তারই ফলশ্রুতি হল এক ফসলী ধানের উৎপাদন কমে যাওয়া এমনকি সুন্দরবনের বাঘেরও কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে শারীরিক দুর্গতি ঘটা। একারণে বাঘের ওজনও যথেষ্ট কমে যাচ্ছে।

হুগলি নদীতেও যে হারে লবনাক্ততা বাড়ছে তাতে মিঠে জলের মাছ অচিরে লোপাট হবে, এবং পারশে জাতীয় মুলেট মাছের আগমন হলেও অবাক হবার নয়। এখনই তো বাবুঘাটের কাছে চাক ক্যাওড়া জাতীয় বাদা গাছের আবির্ভাব ঘটেছে। বিশ বছর পর নৈহাটি পর্যন্ত হুগলি নদীর দুধারে হরগোজা, বানি, গেঁওয়া গাছের সারি দেখা যাবে। তাতে অবশ্য দূষিত হুগলির জল ম্যানগ্রোভ ফিল্টারে পরিশুদ্ধ হয়ে উঠবে।

সবার চেয়ে ভীতিজনক হচ্ছে অনেক নামি দামী লোক লিখতে আরম্ভ করেছেন যে বিশ্বতাপায়ন একটা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ঘটনা, সেখানে মানুষের হাত ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। তাঁদের মতে এই তাপায়নের ওঠা নামার জন্যে অধিকাংশেই দায়ী সৌর কলঙ্ক বা সান স্পট। কিন্তু পরিবেশের অবনয়নে মানুষের হাত যে আছে তা আইপিসিসি-র গবেষণায় যথেষ্ট প্রমাণসহ উল্লেখ করা হয়েছে। যাই হোক, এই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কারণের কথা ভেবে যেন আমরা হাত গুটিয়ে বসে না থাকি এবং বিশ্বপরিবেশকে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য সমবেত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে পারি।

লেখক : (প্রাক্তন সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধিকর্তা)

উষ্ণায়নে ছারখার সুন্দরবন

১৯৮৪ সালের ৪ মে জাতীয় অভয়ারণ্য হিসাবে স্বীকৃতি।

আনুমানিক ১৭৭০ সালে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকার জঙ্গল কেটে জনবসতি গড়ে তোলার পাশাপাশি চাষাবাদ শুরু করেছিল বাদাবনের বাসিন্দারা।

১৯২৮ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সুন্দরবনের বনাঞ্চল ও সম্পত্তিকে সরকারের নিজস্ব বলে ঘোষণা করে।

২০০৯ এর ২৫ মে-র বিধ্বংসী আয়লার পর সুন্দরবনের নদী বাঁধের অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক।

৩৫০০ কিমি নদী বাঁধের মধ্যে ৭৭৮ কিমি নদীবাঁধ প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারপর সুন্দরবনের বাদাবন ধ্বংস হওয়ায় ভূমিক্ষয়ও বাড়ছে।

সুন্দরবনের অরণ্য ও নদীনালা সহ বর্তমান মোট আয়তন ৯৬২৯.৯ বর্গ কিমি। অন্যান্য মিলিয়ে ৫৩৬৩.৪ বর্গ কিমি, আবার এর মধ্যে ৭ লক্ষ ৮৭ হাজার ৫০০ একর জমি কৃষি কাজের। আর সুন্দরবনের বনাঞ্চল ও সংরক্ষিত এলাকার পরিমাণ ৪২৬৪ বর্গ কিমি।

সুন্দরবনে প্রায় ৪০০ প্রজাতির গাছ ও আগাছা পাওয়া যায়।

সুন্দরবনের ১০২টি দ্বীপের মধ্যে ৫৪টি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আছে মাত্র ৪৮টি।

১৮৭২ সালে সুন্দরবনের জনসংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৯৬ হাজার ৪৫ জন। আর বর্তমান প্রায় ৫০ লক্ষ।

মোট ১৯টি ব্লক নিয়ে সুন্দরবন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ১৩টি এবং উত্তর ২৪ পরগনার ৬টি ব্লক।

বিশিষ্ট পরিবেশবিদ বিট্টু সহগল মন্তব্য করেছেন পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যত সুন্দরবনেরই হাতে। তাই একথা বলা যেতে পারে যে আমাদের (সুন্দরবনের) কিছু হলে কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য কোনও জেলাও রেহাই পাবে না প্রকৃতির হাত থেকে।

সুভাষ চন্দ্র দাশ

ধনী হওয়ার উপায়

অরুণ অধিকারী

ধনী সবাই হতে চায়। কিন্তু ক'জন ধনী হয়? দেশে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বড় জোর ৫ থেকে ১৫ শতাংশ লোক হবে। এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে দেশের ৭৮ শতাংশ লোকেদের প্রতিদিন ২০ টাকা খরচ করার ক্ষমতা নেই।

দেশের ৩ শতাংশ লোক আয়কর দেন। সংখ্যায় আয়করদাতারা হলেন ৩ কোটি ২৪ লক্ষ। মোট এই ৩ কোটি ২৪ লক্ষ আয়কর দাতাদের ৯০ শতাংশ লোকের বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার কম। ১০ লক্ষ টাকা থেকে ২০ লক্ষ টাকা বার্ষিক আয় আছে প্রতি ৫ শতাংশ লোকের। সংখ্যায় এই হিসাব দাঁড়ায় ১৩ লক্ষ ৭৮ হাজার লোকেদের আয় ১০ লক্ষ টাকা থেকে ২০ লক্ষ টাকার মধ্যে।

তার বেশি (২০ লক্ষ টাকার বেশি বার্ষিক আয়) করদাতার সংখ্য ৪ লক্ষ ৬ হাজার। তার মানে হল আয়কর দেওয়ার মতো ধনী আমাদের দেশে ৩ শতাংশ মাত্র।

এরা কিভাবে ওই পর্যায়ে পৌঁছল? মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে জানা যাবে পৃথিবী জুড়ে ধনীদের মানসিক অবস্থা বিশ্লেষিত আজও হয়ে চলেছে। Nepolian Hill সম্ভবত এই কাজটি প্রথম করে। তিনি তার Think and grow Rich বইতে এইভাবে বর্ণনা করেছেন এরা প্রতিটি পদে পদে নিজে ধনী হিসাবে ভাবাটা অভ্যাসে পরিণত করেছেন। বেশির ভাগ লোকেরা নিজেকে গরিব হিসাবে ভাবাটা বদ অভ্যাস বলে ভারতবর্ষে এত গরিব।

মনের বার্তা

আর একবার মনের কার্যকরণ বিশ্লেষণ করা যাক দেখুন মন কিভাবে কাজ করে

Thinking — Feeling — Attitude,
Attitude
Action
Habit
Personality
Characteristics
Destiny

তাই ধনী হবার বীজ সবারই মনের মধ্যে থাকে। শুধু তাকে লালন করতে হয়। যাতে বীজ থেকে গাছ এবং গাছ থেকে ফল পাওয়া যায়। আবার সেই ফল থেকে আরও বেশি গাছ ও ফল পাওয়া যায়।

সত্যিই যদি কেউ ধনী হতে চান, তো তাকে বিশ্বাস করতে হবে তিনি ধনী হওয়ার যোগ্য। এই বিশ্বাসে পাগলামী থাকলেও ক্ষতি নেই। কারণ, নিঃস্ব অবস্থা থেকে স্থায়ী ধনীরা সবাই প্রায় স্বীকার করবেন তারা নিজেকে বিশ্বাস দিতেন যে, ধনী হওয়ার যোগ্যতা তাদের আছে। তাই তারা আয়ের থেকে খরচ বাঁচিয়ে সঞ্চয় করার অভ্যাস তৈরি করেন। সঞ্চয়কে বুদ্ধির অভিজ্ঞতা দিয়ে বিনিয়োগ করতে পারেন বিনিয়োগ থেকে আয়ের মাত্রা ধাপে ধাপে পর্যায়ক্রমিক ভাবে বাড়ানোর অভ্যাস তৈরি করতে পারেন। অর্থাৎ এক সুশৃঙ্খল জীবন অভ্যস্ত হতে পারেন। সেই সাথে সম্পদ তৈরির কলা কৌশল অর্থাৎ মনমুগ্ধকর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী তারা হন।

Nepoleon Hills এর মতে, ব্যক্তির চিন্তাই তাকে ধনী আর দরিদ্র করে তোলে। যে যেমন ভাববে, সে তেমনি থেকে যাবে। তাই ধনী হতে গেলে , চিন্তা ভাবনা পরিবর্তন করতে হবে।

যার স্বপ্ন নেই, তার কাছে কিছুই নেই।—সাইরাস

যার চোখে স্বপ্ন নেই, সেই গরিব হয়। বেশির ভাগ লোক ছুটির জন্য পরিকল্পনা বানায়, কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ততটা পরিকল্পনা করে না। ধনী হতে গেলে পরিকল্পনা একান্ত জরুরি।

মাঙ্গলিকী

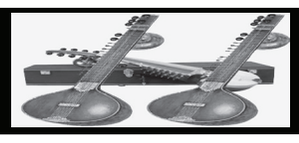

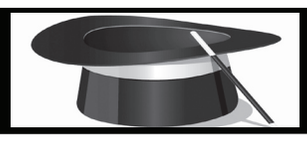

জীবন থেকে নেওয়া কৌতুক

একটি খোলা চিঠি

প্রাপক :
কর্মাধ্যক্ষ
বিখ্যাত আন্ডারওয়ার ও গেঞ্জি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী
কলকাতা–০০০০০০
তাং : ১৬.৫.১৬
মাননীয় মহাশয়,

অতি মোলায়েম কাপড়ের তৈয়ারি আপনাদের আন্ডারওয়্যার আমি বহুদিন ধরিয়া ব্যবহার করিতেছি— অতীব আরামদায়ক এই পরিধান, মনে হয় না যে অমি কিছু পরিয়া আছি— অভিনন্দন।

তবে একটা কথা— আপনারা আন্ডারওয়্যারের সাথে ফ্রিতে যে দড়ি সাপ্লাই করিতেছেন উহা 'দড়ি' নয়, কয়েকগাছি 'সুতা'। সূতার গাছি দিয়া কি 'আন্ডারওয়্যারকে' কোমরে বাঁধিয়া রাখা যায়? তাই অনুগ্রহ করিয়া দড়িই সাপ্লাই করিবেন, তাহাতে যদি আন্ডারওয়্যারের কিঞ্চিৎ মূল্য বৃদ্ধি ঘটে তাহাতে আপত্তি নাই। আপনারাই বলুন— আন্ডারওয়্যারকে যদি কোমরে বাঁধিয়াই না রাখিতে পারিলাম, তবে কিসের আন্ডারওয়্যার পরা?

আপনাদের তৈয়ারি আন্ডারওয়্যার ও গেঞ্জির বিক্রির হার দিনে দিনে আরও বৃদ্ধি পাক ঈশ্বরের কাছে ইহাই কামনা করি।

ভবদীয়
অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(সদা পরিক্রমণরত 'আলিপুর বার্তা'–র বরিষ্ঠ সাংবাদিক।)

পুনশ্চ : যেহেতু কবিপক্ষে এই পত্র লিখিতেছি, তাই তাঁহাকে স্মরণ করি তাঁহারই গানের একটা পংক্তি উল্লেখ করিয়া 'বিনি সূতার মালা'—কবিতায়/গানে ইহা ঠিক আছে— কিন্তু বাস্তব জীবনে 'দড়ি বিনা আন্ডারওয়্যার', হয় নাকি?— অসম্ভব!...

অ. ব.

কাব্যকথার কাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ওপরের শিরোনাম পড়ে মনে হতেই পারে যে এ হল কোনও আধুনিক বাংলা সিনেমার সমালোচনা। না তা নয়— এ হল বর্তমানে বাংলায় আবৃত্তি ও শ্রুতিনাটক শিক্ষণের অতি জনপ্রিয় 'ইনস্টিটিউট'–এর কথা। যে 'ইনস্টিটিউট'টি গড়ে উঠেছে স্বনাম খ্যাত বাচিক শিল্পী বরিষ্ঠ ব্যক্তি অতীশ ঘোষের হাতে। যাঁর কাছে বাচিক শিল্পী হিসাবে বাংলার বহু মানুষ শিক্ষা নিচ্ছেন, নিজেদের অনুষ্ঠান করছেন, বাংলার সাংস্কৃতিক জগতকে উজ্জ্বল করে তুলছেন?

মাঝে মাঝেই কাব্য কথার আসর বসে জীবনানন্দ সভাগৃহে। গত ২৪ এপ্রিল এইরকমই এক আসর বসল উপরোক্ত সভাগৃহে। ছোট–বড়, মহিলা–পুরুষের আবৃত্তিতে সন্ধ্যাটি হয়ে উঠল প্রকৃতই 'কাব্যময়'। শ্রী অতীশ ঘোষ নিজেও আবৃত্তি শোনালেন— তাঁর একটি আবৃত্তিই বুঝিয়ে দিল তিনি কেন আজ আবৃত্তি ও শ্রুতিনাটক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে হয়ে উঠেছেন এক 'আচার্য্য'।

অনুষ্ঠানের গোড়ার দিকে এক 'সংস্কৃতিময়' মজার ঘটনা ঘটল— শ্রী অতীশ ঘোষ যেই বলেছেন 'ছোটরা আর কেউ আবৃত্তি করবে?' অমনি ছয় পার করা সোহম হালদার নির্বিকার চিত্তে মঞ্চে উঠে গিয়ে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে গান ধরল (একটু সুর কম!), 'এই লভিনু সঙ্গ তব', কুড়িয়ে নিল সবার 'আশীর্বাদী' করতালি (পরে 'জনসমুদ্র' সাহিত্য পত্রিকার তরফে বইও উপহার পায়)... সোহমের মা জাদুকর সোনালি আবার শ্রী অতীশ ঘোষের ডাকে সাড়া দিয়ে একসময়ে মঞ্চে গিয়ে দেখালেন একটি অবাক করা 'ম্যাজিক ম্যাজিক' অঙ্কের ধাঁধা, করতালিতে মুখরিত হল সভাঘর...

এদিন অনুষ্ঠানের এক বিশেষ পর্বে ছিল আলিপুর বার্তার বরিষ্ঠ সাংবাদিক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংবর্ধনা। উপলক্ষ্য এদিনই শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৫ বছর বয়স পূর্ণ করে ৭৬–এ পা দিলেন। আয়োজক 'জন সমুদ্র'সাহিত্য পত্রিকার সাংস্কৃতিক বিভাগ। সাথে হাত মেলালেন 'মন ক্যামেরা' (সম্পাদক ডাঃ রূপালী বিশ্বাস), 'আলোর দিশা' (সম্পাদক অদিতি রায়), কবি ঝুনু ভৌমিক ও অবশ্যই কাব্যকথার তরফে শ্রী অতীশ ঘোষ মহাশয়। সমগ্র অনুষ্ঠানের পরিকল্পনায় ছিলেন 'জন সমুদ্র' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, অধ্যক্ষ ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন। তিনিই অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মঞ্চে এনে তাঁর জাদুকর, কবি, কাহিনী লেখক ও সাংবাদিক হিসাবে পরিচয় তুলে ধরলেন সুধীজনদের সামনে।

শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে বিবিধ উপহারের সাথে তুলে দেওয়া হল জন্মদিনের কার্ড, কলম, ফ্রেমে বাঁধানো দুটি সম্মাননা, গলায় পরিয়ে দেওয়া হল উত্তরীয়... তাঁর অতি সংক্ষিপ্ত ভাষণে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, সব সম্মাননা তিনি মাথা পেতে গ্রহণ করছেন, (যদিও ভিতরে বিড়ম্বিত), কারণ বিশ্ব কবি বলেছেন 'জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা'। শ্রী অতীশ ঘোষ মহাশয়কে বললেন আগামী দিনে কাব্যকথার আরও অনুষ্ঠানের সংবাদ পাওয়ার জন্যে আলিপুর বার্তা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের সাংস্কৃতিক সংবাদিক হিসাবে আগ্রহী রইলেন... পরে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় 'আলোর দিশা' পত্রিকায় প্রকাশিত তার 'উলঙ্গ রাজা ফিরে এলো' কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনালেন।

এদিন মঞ্চে একই সাথে 'জনসমুদ্র' সাহিত্য পত্রিকার সাংস্কৃতিক বিভাগের তরফে সম্মাননা সহ সংবর্ধনা জানানো হল বরিষ্ঠ কবি বালেশ্বর ভগৎ মহাশয়কে।

কাব্যকথার 'ধ্বনিময়' অনুষ্ঠান চলতে থাকে একক ও সমবেত কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে— 'কাব্যকথা'র পরের অনুষ্ঠান কবে?

রবি ঠাকুরের ছোটদের গান ''রবি খেলা''

ইন্দ্রজিৎ আইচ

সম্প্রতি কলকাতা প্রেস ক্লাবে প্রকাশিত হল রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী শুক্তি মুন্সীর সিডি 'রবি খেলা'। পেশায় সাংবাদিক শুক্তি মুন্সী মাত্র ছ' বছর বয়স থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছেন। শিল্পী শুক্তির বড় হওয়া ব্যারাকপুরে। গান শিখেছেন বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত ও অরূপ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। বাবা দীনেন্দ্র নারায়ণ মুন্সী আবৃত্তি করতেন, তার উৎসাহে সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে শুক্তি'র গানের জগতে আসা।

সাগরিকা মিউজিক থেকে প্রকাশিত 'রবি খেলা'র আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক গৌতম ভট্টাচার্য, কবি শ্রীজাত, আবৃত্তিকার প্রণতি ঠাকুর, সঙ্গীত আয়োজক সৌম্য বসু, গীতিকার মিল্টু ঘোষ। সকলেই শুক্তির গানের গলার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

'রবি খেলা' এই অ্যালবামে শুক্তি গেয়েছেন ছ'টি রবি ঠাকুরের ছোটদের গান। তার গলায় ভাল লাগে 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার', 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার', 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে' 'আয় তবে সহচরী', 'তোরা যে যা বলিস ভাই', 'ফুলে ফুলে ঢ'লে ঢলে', 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে' চমৎকার কণ্ঠে প্রতিটা গান সকলকে মুগ্ধ করবে। জয় নন্দীর তবলা ঢোল ও সৌম্য বসুর সঙ্গীতায়জন যথাযথ। সিডির দাম ১২৫ টাকা।

৩৭০ সুগার নিয়ে জীবন যুদ্ধে জয়ী সৌম্যশ্রী দাশগুপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : খুব ছোটবেলায় মা কে হারিয়েছে। বাবা সুগত দাশগুপ্তর কাছে লেখাপড়া ও গান শেখা। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। শরীরে তার মারণ রোগ বাসা বেঁধেছে। ৩৭০ সুগার। তিনি সৌমশ্রী দাশগুপ্ত। পড়াশোনায় মেধাবী ছাত্রী ম্যানেজমেন্ট পাশ করে দুটি কর্পোরেট কোম্পানির দায়িত্ব সামলাচ্ছে। বর্তমানে তিনি চেন্নাইয়ে কর্মরত।

মাত্র ৩২ বছর বয়সে জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়েছে সৌম্যশ্রী। হাই সুগারের জন্য প্রতিদিন বা সারাদিনে নয় বার ইনসুলিন নেয়। বাংলা, হিন্দি, ইংরেজির পাশাপাশি তেলেগু, ফ্রেঞ্চ, জার্মান ভাষা শিখেছেন। দেশ বিদেশ ঘুরেছে কর্মসূত্রে। ছোটবেলা টিভি আর আকাশবাণীর গান শুনে নানা ধরনের গান গাইতো সৌমশ্রী। বাবা সুগত দাশগুপ্ত'র উৎসাহে সম্প্রতি সৃষ্টি ক্যাসেটস থেকে অবনীন্দ্র সভাঘরে প্রকাশিত হল রবীন্দ্র ও আধুনিক গানের অ্যালবাম 'গানের ঝর্ণাতলায়'। সঙ্গীত পরিচালনা চন্দন রায়চৌধুরী। শিল্পীর গলায় ভাল লাগে পুরনো সেই দিনের কথা, অশ্রুনদীর সুদূর পারে, চোখের আলোয় দেখেছিলেম। আমার বেলা যে যায় প্রমুখ। পাশাপাশি মিন্ট ঘোষের কথায় চন্দন রায়চৌধুরীর সুরে আধুনিক গানগুলি মন্দ গায়নি সৌমশ্রী। গানের ঝর্ণা তলায় সিডিটি উদ্বোধন করেন আবৃত্তিকার প্রদীপ ঘোষ, সঙ্গীতশিল্পী কল্যাণী কাজী, গীতিকার মিল্টু ঘোষ ও সৃষ্টির কর্ণধার সুভাষ সাহা রায়। সব মিলিয়ে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সফল সৌমশ্রী দাশগুপ্ত।

মাইকেল মধুসূদন আলোচনা সভা

২৯ মে বালির 'মহারানী' আবাসন গৃহে প্রধান শিক্ষক, সাহিত্যিক সোমনাথ পালের ব্যবস্থাপনায় এবং 'জনসমুদ্র', 'মন–ক্যামেরা' এবং 'আলোর দিশা'' পত্রিকায় সহযোগিতায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন ও সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয় বিকেল ৫টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত। সভাপতিত্ব করেন শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, ''মাঙ্গলিকী''র প্রধান উপদেষ্টা ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন। বক্তব্য রাখেন এবং সঙ্গীত স্বরচিত কবিতাপাঠ, অনুগল্প পাঠ এবং আবৃত্তি পরিবেশন করেন প্রসেনজিৎ ভট্টাচার্য, ঝর্না পাল, অদিতি রায়, ডাঃ রূপালী বিশ্বাস, সোমনাথ পাল, স্বর্ণালী নন্দী, তারকনাথ পাল, ঝুনু ভৌমিক, রায়ান ভট্টাচার্য, ধ্রুবজ্যোতি রায়, সৃজন পাল প্রমুখ। 'বঙ্গআমার জননী আমার' এই সমবেত সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

ছয়ানি গুজরাটের 'মৃত্তিকা'র মহিলা মৃৎ–শিল্পীদের শংসাপত্র প্রদান

জয়িতা কুন্ডু

বরেণ্য শিল্পী তপন করের জন্মভিটা হাওড়া জেলার ছয়ানি গুজরাট গ্রাম। এই গ্রামের মেয়ে –বউদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগে বিনামূল্যে 'মৃত্তিকা' ছয়ানি গুজরাট কর্তৃক যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা তপনবাবু করেছিলেন তার স্বীকৃতি স্বরূপ আটজন কৃতী মহিলা মৃৎ শিল্পীকে 'মৃত্তিকা'–র তরফ থেকে সংশাপত্র ও টেরাকোটার পেনদানি দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়।

গত ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে হারাচাঁদ পল্লি ভবন–এর বিরাট বাগানে বিকাল ৫টায় এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন তপনবাবু। বাগানের মুক্ত মঞ্চকে সাজিয়ে তোলা হয়েছিল 'মৃত্তিকা'র মেয়েদের তৈরি সুন্দর সুন্দর টেরাকোটার পুতুল, মডেল ও শো–পিস দিয়ে। বাগানের পড়ে থাকা কাঠ ও বাঁশ দিয়ে ইজেল তৈরি করে তাতে তপনবাবু এবং তার সুযোগ্যা কন্যা শর্মিষ্ঠা কর এবং আরও অন্যান্য শিল্পীদেরও চিত্র প্রদর্শিত হয়।

উদ্বোধনী ভাষণের মাধ্যমে তপন কর অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। পরে তাঁর ঠাকুরদা প্রয়াত হারাচাঁদ করের যে আবক্ষ মূর্তি শ্রী কর নির্মাণ করে তাঁদের বাসভবনের বাগানে প্রতিষ্ঠা করেছেন তাতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন হারাচাঁদ করের ছোট ছেলে রমনী মোহন কর।

অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন গুরুসদয় মিউজিয়ামের সহযোগী

তত্বাবিধায়ক সম্মাননীয় দীপক কুমার বড়পন্ডা। দীপকবাবু তাঁর ভাষণের মাধ্যমে শিল্পী তপন করের এই কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং 'মৃত্তিকা'–র সদস্যদেরও উৎসাহ প্রদান করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাড়বেড়িয়া ব্রতচারী ধামের, কর্ণধার শ্রী রণজিৎ পাল এবং শুভ্রাংশু চক্রবর্তী মহাশয়। শুভ্রাংশু বাবু রণজিৎ পাল রচিত পরিবেশ সচেতনা বিষয়ক একটি গানও পরিবেশন করেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আসাম, ত্রিপুরা, ওড়িশা প্রভৃতি ভিনরাজ্যের কিছু চিত্রশিল্পী। অসম থেকে আগত চিত্রশিল্পী ভাস্কর হাজারিকা অনুষ্ঠানে যখন বিহু গান পরিবেশ করছেন ঠিক সেই সময়ই পশ্চিম আকাশে গোধূলির কণে দেখা আলোয় আকাশ সেজে তৈরি করল এক নৈসর্গিক পরিবেশ। এই মনোরম পরিবেশেই অসংখ্য গ্রামবাসী এবং অতিথি অভ্যাগতের সামনেই সম্মানিত হলেন ডলি সামন্ত, অনিমা মাইতি, রূপা ভুঞ্চে, সবিতা পাল, বাসন্তী রেবা, মাধবী ঘোড়ুই, বর্ণালী চক্রবর্তী ও পলি ভৌমিকরা।

এ ছাড়াও এই অনুষ্ঠানে সোমনাথ মালিক, সহদেব কর, শান্তিপ্রিয় কর, সাধন মন্ডল ও পরেশচন্দ্র কর এঁদেরকেও ফুল ও মিষ্টি দিয়ে সাম্মানিক করা হয়। এঁরা প্রত্যেকেই ছয়ানি গুজরাট গ্রামের বাসিন্দা। এঁদের মধ্যে কেউ খুব ভাল কোদাল চালাতে পারেন, কেউ ভাল গাছে চড়তে পারেন, কেউ ধান বা নারকেল পাতা দিয়ে তৈরি করতে পারেন সুন্দর সুন্দর জিনিস গ্রামের পরিশ্রমী মানুষদের তো এটাই বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু এটাও যে একটা শিল্প এটাও যে একটা কলা এইভাবে ভাবাটা মনে হয় শুধু শিল্পী তপন করের পক্ষেই সম্ভব। এই পাঁচজন মানুষও আপ্লুত এই সম্মান গ্রহণ করে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনার দায়িত্বে যিনি ছিলেন ওই গ্রামেরই বাসিন্দা সরকারি চাকুরে এবং সমাজ সচেতন সুকুমার মালিক বলেন ''আমাদের গ্রাম থেকে যাঁরা চলে যান তারা আর গ্রামের কথা মনে রাখেন না, কিন্তু আমাদের তপনদা গ্রামের বাইরে থেকেও এত নামডাক করেও গ্রামের কথা ভোলেন নি।'' একদমই তাই এই অনুষ্ঠানে থেকে আমারও মনে হয়েছে তপন কর শুধুমাত্র একজন গুণী চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, লেখকই নন তিনি যে কত বড় মনের মানুষ আবারও প্রমাণ হল।

ফিরে দেখা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ১৪ মে বৈষ্ণবঘাটায় কুন্ডু পরিবারের যে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন সামাজিক অনুষ্ঠানের রূপ নেয়। তার সংবাদ এই পাতায় আগেই প্রকাশিত হয়েছে। ভুলক্রমে ওই অনুষ্ঠানে এক বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পীর কথা উল্লেখ করা হয়নি তিনি হলেন শ্রী লক্ষ্মণ কুন্ডু। তাঁর পরিবেশিত রবীন্দ্র সঙ্গীত, 'তোমার খোলা হাওয়ায়' সকলের প্রাণে সত্যিই 'খোলা হাওয়া'–র বার্তা বইয়ে দেয়। পেশায় পি.ডবলু.ডি–র এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র শ্রী কুন্ডু সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে ('কুলায় ফিরে'!) রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চাতেই ডুবে থাকেন— এইভাবেই সদা প্রমাণ রেখে চলেছেন। 'যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে' প্রবচনটির সত্যতা...

তেষ্টায় বুক ফাটছে

প্রথম পাতার পর

পাশেই ১৫ ওয়ার্ডের পূজালি পুরসভা। পুরসভা সূত্রের খবর, জনসংখ্যা প্রায় ৫০ হাজারের কাছাকাছি। ওয়ার্ডগুলোতে হ্যান্ড টিউবওয়েল রয়েছে প্রায় ১৫০টি বেশি। একেবারেই অকেজো প্রায় ৭০টির বেশি। বাকি টিউবওয়েলের জল পানের যোগ্য নয় বলে এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ। এলাকার গৃহবধূ সুনীতা দাস ও জয়ন্তী সাহাদের অভিযোগ, 'এই গরমে জলের স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় বেশিরভাগ হ্যান্ড টিউবওয়েল থেকে নোংরা জল ওঠে। ফলে ভীষণ জল কষ্টের মধ্যে রয়েছি।' অভিযোগ, গার্ডেনরিচ জল প্রকল্প থেকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে কলকাতা পুরসভা পানীয় জল সরবরাহ করলেও সময় রাত ৯টা থেকে ভোর ১টা পর্যন্ত। পাশেই বজবজ, মহেশতলা পুরসভা এলাকায় পানীয় জলের সংকট থাকায় পাইপ লাইনের ভ্যাল খুলে জল নেওয়ার ফলে পূজালি পুরসভা এলাকায় পর্যাপ্ত জল পৌঁছায় না। অন্যদিকে মগরাহাট ২ নম্বর ব্লকের ১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় চার লক্ষের বেশি মানুষের বসবাস। সূত্রের খবর, ব্লকের হ্যান্ড টিউবওয়েলের সংখ্যা প্রায় ৬০০টির বেশি। এরমধ্যে অকেজো প্রায় সাড়ে তিন'শোর বেশি টিউবওয়েল। অভিযোগ, পিএইচই দপ্তরের পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহের কাজ শুরু হলেও তা এখনও পর্যন্ত পঞ্চায়েতের সমস্ত এলাকায় পৌঁছে দিতে ব্যর্থ ব্লক প্রশাসন। স্থানীয় বাসিন্দা জাকির হোসেন মোল্লা ও সইফুদ্দিন লস্করের অভিযোগ, 'এই এলাকায় অধিকাংশ সংখ্যালঘুর বাস। পানীয় জলের ব্যাপক সংকট রয়েছে। এলাকার অধিকাংশ টিউবওয়েল একেবারেই অকেজো। পাইপ লাইনের মাধ্যমে জল সরবরাহ হলেও তা পর্যাপ্ত নয়। সমস্যা কথা প্রশাসন সবই জানে। নতুন করে আর কি জানাব?' একই চিত্র মথুরাপুর ১ নম্বর ও ২ নম্বর ব্লকেও। সূত্রের খবর ১ নম্বর ব্লকের ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় টিউবওয়েলের সংখ্যাটা প্রায় দেড় হাজারের বেশি। একেবারেই অকেজো প্রায় সাড়ে চার'শোর বেশি টিউবওয়েল। বাকি অধিকাংশ টিউবওয়েল থেকে জল সরুভাবে পড়ে। অন্যদিকে ২ নম্বর ব্লকের ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতের টিউবওয়েলের সংখ্যা প্রায় এক হাজারে বেশি। একেবারেই অকেজো প্রায় তিন'শোর বেশি টিউবওয়েল। রায়দিঘির গৃহবধূ আল্পনা দাস ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'গরম পড়তেই এলাকায় পানীয় জলের আকাল দেখা দিয়েছে। পাইপ লাইনের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি জল দেওয়ার কথা উঠেছিল বাম আমলে। তৃণমূল ক্ষমতায় এসে বলেছিল কাজ শুরু হবে। কিন্তু গত পাঁচ বছরেও তো দেখলাম হল না। প্রতিশ্রুতি দিতে দিতে পাঁচ বছর কাটিয়ে দিয়ে গেল। প্রায় দু'বছর এলাকার তিনটি নলকূপ অকেজো হয়ে পড়ে থাকলেও সারানোর সময়টুকু পর্যন্ত পায়নি। বাধ্য হয়ে দশ কিমি দূর থেকে আমাদের পানীয় জল আনতে হচ্ছে।' কুমড়োপাড়ার বাসিন্দা সালাউদ্দিন খাঁ জানান, 'গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের তিনটি টিউবওয়েল খারাপ হয়ে গিয়েছে। বারে বারে পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনকে জানিয়েছি। ভোট ভোট করে ভোট শেষ হলেও এখনো মেরামতিটুকুও করছে না। কবে মেরামত হবে জানি না। ভীষণভাবে জল কষ্টে রয়েছি।' বৃষ্টির অভাবে এমনিতেই ভূগর্ভস্থ জলস্তর নিচে নেমে যায়। তার উপর গত তিন–চার বছরে এই সমস্ত এলাকায় গ্রীষ্মে ধান ও বাগান চাষের জন্য অত্যাধিক পরিমাণে শ্যালো মেশিন ব্যবহার বেড়েছে। ফলে জলের স্তর আরও নিচে নেমে যাওয়ায় এই সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে বলে গবেষক তথা সমুদ্রবিজ্ঞানীদের একাংশের ধারণা। তবে সমুদ্র বিজ্ঞানী তুহিন ঘোষ জানান, 'এই সমস্যা থেকে রেহাই পেতে শ্যালোর ব্যবহার কমিয়ে নদী সংযোগ খাল–বিলগুলোকে সংস্কার করে পদ্ধতিগতভাবে সেখান থেকে জলের ব্যবহার বাড়ানোর পাশাপাশি নতুন করে শ্যালো বসানোর ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম ও পদ্ধতি মানা প্রয়োজন।'

টার্গেট বাংলাদেশে

প্রথম পাতার পর

আটক ব্যক্তিদের মধ্যে জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ, জাগ্রত মুসলিম জনতা, জঙ্গি গোষ্ঠীর লোকজন আছে। জামাত পন্থী কট্টর মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠনের ব্যক্তিরা এখন আইএস ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকায় ঘাঁটি গাড়ছে বলে খবর। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর, বাংলাদেশে পুলিশি ধরপাকড়ের ফলে অনেকেই এরাজ্যে অনুপ্রবেশ করতে সীমান্ত এলাকায় ঘাঁটি গেড়েছে। ইতিমধ্যেই উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া, মালদহ, মুর্শিদাবাদ জেলার নদীপথে জোরদার নজরদারি শুরু করেছে উপকূলরক্ষী বাহিনী। সম্প্রতি আইএস জঙ্গি আমেরিকার ফ্লোরিডায় ৫০ জনকে গুলি করে হত্যা করে। শোনা যাচ্ছে আমেরিকা যৌথ বিমান হানায় আইএসের সুপ্রিমো আল বাগদাদি নিহত হয়েছে। যদিও এই খবরের সত্যতা এই লেখা পর্যন্ত আমেরিকা সরকারিভাবে ঘোষণা করেনি। যদি ওই ঘটনা সত্য হয়, তা হলে আইএস জঙ্গি গোষ্ঠী বিশ্বের যে কোনও জায়গায় বড় কোনও আঘাত হানতে পারে। ধর্মের নামে সুড়সুড়ি দিয়ে ইসলামের নামে ধর্মান্ধ কিছু মৌলবাদী মানুষ বিশ্বজুড়ে রক্তস্নান করছে। তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে গেলে সব ধর্মের মানুষকেই ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে।

আমানতকারীরা

প্রথম পাতার পর

এখন পর্যন্ত ৭৮৩টি সংস্থার এজেন্ট ও আমানতকারীরা এর সঙ্গে জড়িত। ইতিমধ্যে ২৩৫ জন আত্মহত্যা করেছেন ও তিনজন খুন হয়েছেন। এই ফোরামের পক্ষ থেকে প্রথম জেলা সম্মেলন হয়েছিল বসিরহাটে ২০১৪ সালের মাঝামাঝি। সংগঠনের আর একজন কার্যকরী সদস্য নিতাই রায় বলেন, 'আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে একাধিকবার রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি প্রদান সহ বিভিন্ন জেলার ডিএম, এসডিও, বিডিও, পুলিশ সুপার ও বিভিন্ন থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। এমনকি বিধানসভায় বিক্ষোভ প্রদর্শনও করা হয়েছে। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও অন্যান্য রাজ্যেও সংগঠন বিস্তারলাভ করেছে।' এদিন বারাসতের এই জেলা সম্মেলনে ২৮টি থানা এলাকার প্রতিনিধিরা এসেছেন বলে জানান গৌতমবাবু। তিনি আরও জানান, গত বছরের ১৭ ডিসেম্বর পার্থ চট্টোপাধ্যায়, মন্টুরাম পাখিরার সাথে কথা হয়েছিল। তারা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু আজও কোনও সমাধানের ইঙ্গিত না মেলায় সংগঠনের পক্ষ থেকে ছ'দফা দাবির ভিত্তিতে লাগাতার আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দেওয়া হয়।

শঙ্কায় সুন্দরবন

প্রথম পাতার পর

এবার সুন্দরবনের নদীপথে যাত্রীদের সুরক্ষার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া উচিত নতুন সরকারের।' আবার পাথরপ্রতিমার বিভিন্ন ঘাট থেকে দ্বীপাঞ্চল জিপ্লট, এল প্লট, কে প্লট, অচিন্ত্যনগর, বনশ্যামনগর, সীতারামপুর, গোবর্ধনপুর, রাক্ষসখালি, তটেরবাজার যেতে গেলেও সেই যন্ত্রচালিত নৌকা ও ভুটভুটির ওপর। একই চিত্র কাকদ্বীপের লট নম্বর আট থেকে হুগলি নদী পেরিয়ে ঘোড়ামারা দ্বীপেও যাতায়াতের ক্ষেত্রেও। জিপ্লটের বাসিন্দা তথা ব্যবসায়ী অলোক গুড়িয়া জানান, 'বেশির ভাগ ভুটভুটি ও নৌকা মাছ ধরার লাইসেন্স এনে স্থানীয় পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলাপরিষদের থেকে টেন্ডার নিয়ে এই যাত্রী পারাপার করছে। মাঝিদেরও কোনও প্রশিক্ষণ নেই। ফলে প্রতিনিয়ত বিপদকে সঙ্গী করে আমাদের যাতায়াত করতে হয়। প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।' তবে কাকদ্বীপ মহকুমা শাসক রাহুল নাথ জানান, 'অতিরিক্ত যাত্রী ও পণ্য পরিবহন বন্ধ করতে পুলিশকে কড়া পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও নজরদারি চালানো হবে।' সম্প্রতি কালনা থেকে শান্তিপুরে ফেরার পথে নৌকাডুবিতে প্রাণ হারিয়েছেন অনেকেই। ২০০৯ সালে পূর্ব মেদিনীপুরের হিজলী শরিফ থেকে কাকদ্বীপের লট নম্বর আটে ফেরার পথে একই রকমভাবে নৌকাডুবিতে প্রাণ গিয়েছিল ১৫০ জনের বেশি। এই দুর্ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত যাত্রী বহনের অভিযোগ উঠেছিল। তারপরও সুন্দরবনের নদী পারাপারে রমরমিয়ে চলা অতিরিক্ত যাত্রীর পাশাপাশি পণ্য পরিবহন বন্ধ করতে প্রশাসন কি ব্যবস্থা নেয়, সেদিকেই তাকিয়ে সুন্দরবনের অসহায় বাসিন্দারা।

নামখানার ইলিশ কলকাতার পথে। ছবি: মধুশ্রী আচার্য

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র–৮১১৬৪৮৭০৪৬

ইউরো বনাম কোপা, লাস্ট ল্যাপে এগিয়ে কারা

কমল নস্কর

ফুটবলের জোড়া উৎসব নিয়ে গত সপ্তাহেই একপ্রস্থ লেখা তুলে ধরেছিলাম। সত্যি বলতে কি এই ফুটবল দুনিয়ার নক্ষত্রদের নিয়ে আলোচনা করতে বসলে এই ছোট্ট অবসরে তা সম্ভব নয়। বরং বিশ্বখ্যাত এই তারকাদের নিয়ে চর্চা করতে বসলে তা কখন যে উপন্যাসের আকার নিয়ে ফেলে তা বোঝাই যায় না। পেলে থেকে মারাদোনা পর্বকে নিঃসন্দেহে ফুটবল দুনিয়ার ক্ষেত্রে একটা যুগ বলা চলে। এর মাঝে বহু রত্নের আনাগোনা ঘটেছে ফুটবলের পরিধিতে।

এদের মধ্যে খ্যাতি এবং দক্ষতাও কেউ কেউ হয়তো বা পেলে–মারাদোনাকেও চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছেন। যেমন ধরুন বেকেনবাওয়ার, ইউসেবিও কিংবা আজকের মেসি–রোনাল্ডো–নেইমাররা একেক সময়ে তাদের যে ছটা মেলে ধরেছেন তাতে মনে হয়েছে ফুটবল বিশ্ব বোধহয় তাদের নয়া আইকন লাভ করল। পরবর্তী ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে না এরা এখনও সে পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেন নি। অর্থাৎ দিল্লি আভি দূর হ্যায়। শুধু দূর নয়, বহু দূর বললেও অত্যুক্তি করা হবে না। আসলে পেলে এবং মারাদোনা এমন সময়ে উঠে এসেছেন যখন চারিদিকের পাদপ্রদীপের আলো ছিল না তাদের বা সংশ্লিষ্ট দেশের ওপর। সেই গাঁট অতিক্রম করেই এরা ফুটবল মহাকাশে নিজের পাখনা মেলে ধরেছেন। এই যেমন পেলে যেভাবে ব্রাজিল দলকে শীর্ষে নিয়ে গিয়েছেন তা আলোড়ন তুলেছিল গোটা বিশ্বে। সেজন্য আজ এত বছর পরেও পেলেকে সমাদরে মান্যতা দিয়ে আসা হয় ফুটবল সম্রাট বলে। আবার তার পরেই ফুটবলের রাজা হিসাবে উঠে এসেছেন মারাদোনা। পেলে তাও পাশে পেয়েছিলেন ডিডি, গ্যারিঞ্চা, ভাভাদের মতো সুপারস্টারদের। কিন্তু মারাদোনা যেবার তাঁর আর্জেন্টিনা বিশ্বজয়ী করে তোলেন সেবার তার পাশে ছিলেন অখ্যাত বুরুচাগা, ভালদানোরা। তা বলে এই নয় এই লেখনীর মাধ্যমে পেলের চেয়ে মারাদোনাকে এগিয়ে রাখা হচ্ছে। কারণ ফুটবল সমীকরণের বিচারে দুজনের স্থানই তুঙ্গে।

এদের মধ্যে তুলনা টানতে যাওয়াটা এক ধরণের বোকামি। তাও ফুটবল সমর্থকদের একটা বড় অংশ যে লাতিন আমেরিকা প্রিয় তা বোধহয় না বললেও চলে। এই জায়গা থেকেই ব্রাজিলের সঙ্গে আর্জেন্টিনার টক্কর কলকাতার অলিগলিতে ঘুরলে ভালোই চোখে পড়ে। তবে ব্রাজিলের প্রতি আবেগ এবং সমর্থনের নিরিখে কলকাতা এখনও এক নম্বর। এতে অবশ্য বিগত ১৯৮৬ বিশ্বকাপ জয়ের পর থেকেই একটু একটু করে ভাগ বসাতে শুরু করেছে আর্জেন্টিনা। সৌজন্যে সেই দিয়েগো মারাদোনা।

এর পর থেকেই কার্যত আর্জেন্টিনা ফিভার শুরু হয় ভারত তথা কলকাতাতেও। এবারের কোপা আমেরিকাতে ইতিমধ্যেই বিদায় নিয়েছে ব্রাজিল। আসলে এই ব্রাজিল যতই দুঙ্গার প্রশিক্ষণাধীন হোক না কেন, তার নিউক্লিয়াস নিশ্চিতভাবে নেইমার। তা সেই প্রাণভোমরা যখন ফ্লপ হয়ে গেলেন তখন সেই টিম কি করে আর ভালো খেলে? ব্রাজিল ধ্বংসে এবার প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে হ্যান্ড অফ দ্য গড। এবার অবশ্য ব্রাজিল বধের নেপথ্যে কুখ্যাত হ্যান্ড অফ গডে আর্জেন্টিনা বা মারাদোনা উপস্থিত না থাকলেও পুরোভাগে যেন তার দীর্ঘশ্বাস পড়েছে। সেবার হাত দিয়ে গোলের ফাঁদে তলিয়ে গিয়েছিল ইংল্যান্ড। আর এবার কপাল পুড়ল ব্রাজিলের। শতবার্ষিকীর কোপা থেকে ব্রাজিল ছিটকে যাওয়ায় তাই এখন আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে আর্জেন্টিনা। প্রথম ম্যাচে মেসি বিহীন আর্জেন্টিনাকে যেরকম ম্যাড়মেড়ে লাগছিল তা উধাও হয়ে গেল পানামার বিরুদ্ধে লিওনেল নামার পর। যেভাবে নীল–সাদা জার্সির হয়ে নিজের বোধন ঘটালেন মেসি তাতে আশা করা যেতেই পারে এবার আর্জেন্টিনার হাতে আসবে কোপা আমেরিকা কাপ। শুধু কোপার কথা বললে পাঠক কী আর খুশি হবেন।

তাই পুরোদমে চলতে থাকা ইউরোপিয়ান কাপের কথাও বলতে হবে। এতে আবার বিগ বস নিঃসন্দেহে জার্মানি। সেই জার্মানির

সঙ্গে পাল্লা দিতে বেলজিয়াম, হল্যান্ড, ইতালি, স্পেন প্রভৃতি শক্তিধর দেশ রয়েছে। তাছাড়া গত কয়েক বছর ধরে ফুটবল বিশ্বে দেখা যাচ্ছে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইউরোপভুক্ত দেশগুলি। তাও কলকাতা বা বিশ্বের বহু ফুটবল পাগল সমর্থকদের দেখা যাচ্ছে ইউরোপিয় নয় কোপা কাপে চোখ রাখতে। এটাই বোধহয় লাতিন আমেরিকার ঘরানা, যার সঙ্গে অনেকটাই সহজাত কলকাতা। সাংস্কৃতিক এবং অবশ্যই খেলাধুলার ঘরানায় নিজেদের সঙ্গে লাতিন আমেরিকার মিল খুঁজে পায় বঙ্গবাসী। তাই ইউরোপিয়ান কোনও হিরো নয়, সেই পেলে নয়, মারাদোনাকে নিয়েই আবর্তিত হয় বাংলার ফুটবল। লাতিন ঘরানার স্কিল ফুটবল হারিয়ে দেয় ইউরোপের পাওয়ার ফুটবলকে। অন্তত ভারতীয়দের বা বঙ্গবাসীর মননের ভিত্তিতে। এখন দেখার যত পর্ব এগোবে নাটকীয় উপাদান কতটা বৃদ্ধি পায়। কোপার আবেশ ছেড়ে বাঙালি ইউরোপিয়ান ফুটবল নিয়ে কতটা মজে ওঠে সেটাও দেখার।

বিরাটদের দায়িত্বে কী কুম্বলে?

অরিঞ্জয় মিত্র

ভারতীয় ক্রিকেটের আগামী কোচ কী অনিল কুম্বলে? আপাতত এটাই ভারতের ক্রিকেট আঙিনায় সবথেকে বড় গুঞ্জন। কারণ বল এখন অনিলের প্রাক্তন তিন সহযোদ্ধা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, ভি ভি এস লক্ষ্মণ এবং শচীন তেন্ডুলকরের কোর্টে। তারা যাকে বেছে নেবেন মোটামুটিভাবে তিনিই ভারতের পরবর্তী কোচ হিসাবে জায়গা করে নেবেন। এবার দেখা যাক কেন রবি শাস্ত্রী নন, কেনই বা অনিল কুম্বলে? এই প্রশ্নের জবাব যদি খুঁজতে যান তবে একটাই উত্তর বেরিয়ে আসবে। সেটা হল কুম্বলের সঙ্গে শচীন–সৌরভ–লক্ষ্মণের সখ্যতা সবসময়ই বেশি। কারণ এরা সবাই সতীর্থ। ভারতীয় দলে এরা যখন খেলেছেন তখন একটা পরিবার হিসাবে ছিলেন প্রত্যেকে। তাছাড়া কুম্বলে, দ্রাবিড়, শচীন, সৌরভ, লক্ষ্মণদের একটা সময় ভারতীয় ক্রিকেটের পঞ্চ পান্ডব বলে অভিহিত করা হত। সুতরাং বন্ধুর কুম্বলের প্রতি এই উপদেষ্টা ত্রয়ীর টান থাকা খুব স্বাভাবিক। এর সঙ্গে আরও একটা দিক যোগ করতে হবে। সেটা হল রবি শাস্ত্রী সৌরভ শচীনদের প্রজন্মের নয়। আগের প্রজন্ম।

তাই কোচ নির্বাচনে সৌরভ–শচীন–লক্ষ্মণ না থেকে যদি গাভাসকার, ভেঙ্গসারকার, মহিন্দর অমরনাথ, কপিল দেবরা থাকতেন তা হলে হয়তো তাদের ভোট যেত রবি শাস্ত্রীর পক্ষে। তাছাড়া রবি শাস্ত্রী যতই ক্রিকেটটা ভালো বুঝুন না কেন, তার সঙ্গে শচীন–সৌরভদের ইগো কখনও মিলবে না। এই যেমন ভারত অধিনায়কের প্রশ্নে সৌরভরা যা ভাবেন তা মোটেই মিলছে না রবি শাস্ত্রীর চিন্তাধারার সঙ্গে। শাস্ত্রী চান ধোনিকেই আপাতত ভারত অধিনায়ক রেখে দিতে। এমনকি আগামী বিশ্বকাপের মঞ্চেও তাদের ইচ্ছা মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বেই টিম ইন্ডিয়া মাঠে নামুক। এখানেই তফাৎ সৌরভদের সঙ্গে শাস্ত্রীর মতধারা। সৌরভরা চান বিশ্বকাপের আগে সবরকম ফর্ম্যাটেই বিরাট কোহলিকে অধিনায়ক করে দেওয়া হোক। যাতে বিরাট অনেক আগে থেকেই সড়গড় হতে পারে। এমনিতে টেস্টে বিরাট ভারতের অধিনায়কত্ব করছেন। তার ওপর এই মুহূর্তে যেরকম ফর্মে আছেন তাতে বিশ্বসেরার তকমা একমাত্র তারই জুটছে। সবথেকে বড় কথা কোহলি যেভাবে চাপের মুখে একের পর এক ইনিংস খেলে চলেছেন তার বড় পুরস্কার হল তাকে সব বিভাগের অধিনায়ক করে দেওয়া। তা হলে কেন রবি শাস্ত্রীরা এত পিছনের দিকে হাঁটতে চাইছেন? এটাই বড় প্রশ্ন। সুনীল গাভাসকারও চান না এখনই বিরাটকে সব ফর্ম্যাটের অধিনায়ক দেখতে। এটাই সম্ভবত জেনারেশন গ্যাপ। রবি বা সুনীলরা যা ভাবছেন তার থেকে আসমান–জমিন ফারাক সৌরভ–শচীনদের চিন্তায়। যেহেতু ভারতীয় ক্রিকেট সৌরভের নেতৃত্বে আর্ন্তজাতিক মানের হয়ে উঠেছে এবং শচীন–লক্ষ্মণদের মতো মেধা সম্পন্ন ক্রিকেটাররা এই প্রজন্মকে চালিত করছেন তাই তাদের কথা মেনে নেওয়াই বাস্তবোচিত। তাই এই মুর্হূতে যতই শাস্ত্রী বা সন্দীপ পাটিলরা লড়াইয়ে থাকুন না কেন, ভারতের কোচ হিসাবে অনিল কুম্বলের অভিষেক হলে তা হবে সময়োচিত।

প্রসঙ্গত ভারতীয় ক্রিকেট দলের কোচ হিসাবে রবি শাস্ত্রীর আগে যে বিদেশিরা এসেছেন তার মধ্যে জন রাইট এবং সৌরভ জুটি ভারতকে যথেষ্ট সাফল্য দিয়েছিল। পরে ধোনির ক্যাপ্টেনশিপে দক্ষিণ আফ্রিকার কোচ গ্যারি কার্স্টেন ভারতকে বিশ্বজয়ী করে তোলেন। এর মাঝেই অবশ্য ভারতের কোচ হিসাবে আবির্ভাব ঘটেছিল অজি গ্রেগ চ্যাপেলের। যে সময়টাকে ভারতীয় ক্রিকেটের অন্ধকার যুগ বললে কম বলা হবে না। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে সেসময় ভারতের ক্রিকেটের আরও এক সুপার স্টার রাহুল দ্রাবিড় দলের দায়িত্বে ছিলেন।

আমরাও এবার হোয়াটস অ্যাপে

আপনার এলাকার যে কোনও খবর, ছবি, ভিডিও ক্লিপিং পাঠিয়ে দিন আমাদের অ্যাপস অ্যাকাউন্টে কারণ আপনারাই এখন

'অ্যাপস রিপোর্টার'

চিঠি মেলের দিন শেষ

এবার আপনার মতামত, ভালো লাগা, খারাপ লাগা সবই এক মুহূর্তে পাঠাতে পারেন আমাদের অ্যাপসে

আমাদের নম্বর ৯০৩৮৬৪০০৩০

মনের খেয়াল

মগজ ধোলাই

- ভারতে কোন দুই রাজ্যে সবচেয়ে বেশি কয়লা উৎপন্ন হয়?
- বার্মার শেষ রাজা কে ছিলেন?
- রেডিয়াম কোন দেশে আবিষ্কার হয়?
- কোন সালে প্রথম ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল খেলা হয়?
- প্রথম কোন ইউনিভার্সিটি মহিলাদের জন্য সব বিভাগ চালু করে?

গত সংখ্যার উত্তর

- ইম্ফল, কোহিমা, শ্রীনগর (গরমকাল) এবং জম্মু (শীতকাল)।
- ১৯৫২ সালে।
- প্যানক্রিয়াস।
- ওয়ার্ল্ড হেভি ওয়েট বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ (তৃতীয় বারের জন্য)।
- পশ্চিমবঙ্গে খড়গপুর প্ল্যাটফর্ম (৮৩৩ মিটার)

উত্তর পাঠাও যে কোনও মাধ্যমে ১৮–২৪ তারিখের মধ্যে

''আগামী বর্ষার আগে 'ম্যাজিক কার্পেট' সংগ্রহ করুন–এক ফোঁটা বৃষ্টি গায়ে লাগবেনা!''

(জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জাদু গ্রন্থাগার থেকে)

রঙিন হাসি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দোলের সকাল থেকে গাবলু আর পিকলু ওদের মাকে বিরক্ত করে মারছে, ও মা, আমরা কখন দোল খেলবো? মা তো সকাল থেকে সংসারের নানা কাজে ব্যাস্ত, ওরে বাবা, দাঁড়া, ঠাকুরকে আগে আবির দেবো তারপর তো তোরা খেলবি না কি? ঠাকুরকে না দিলে ঠাকুর তো রাগ করবেন।

তৃপ্তিদেবী স্নান সেরে তুলসীতলায় আবির ছোঁয়ালেন, তারপর গাবলু, পিকলুকে বললেন, নে এবার তোরা খেলতে পারিস, তবে বড়দের পায়ে আগে রঙ দিবি। গাবলু আর পিকলু প্রথমে ঠাকুরমা তারপর মা–বাবার পায়ে আবির দিয়ে নিজেরা পরস্পরের মুখে গায়ে রঙ দিতে শুরু করল। গাবলু, পিকলুর দু'বছরের ছোট বোন টুলু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাদাদের রঙ খেলা দেখছিল। তার দিকে কারও নজর নেই। সে গুটিগুটি পায়ে তুলসিতলায় গিয়ে আবিরের থালা থেকে আবির নিয়ে নিজের মুখে গায়ে রঙ লাগিয়ে হাসতে লাগলো।

তাই দেখে ঠাকুরমা নাতিদের ডেকে বললেন, ওরে তোরা বোনকেও একটু রঙ মাখিয়ে দে না।

শঙ্খনীল সেন, বিশেষ শিশু, নোবেল মিশন

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই–মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com